ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 December 2021 ■ আগরতলা ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১১ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা


# ওমিক্রন ঃ দেশবাসীকে সতর্ক করে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) ।।** করোনার বিরুদ্ধে ভারতবাসী এক পরিবার হয়ে লড়াই করেছে, এই ঐক্যবদ্ধতাই করোনাকে হারাবে, রবিবার বছরের শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বড়দিনে দেশবাসীর জন্য শনিবার বড় উপহার দিয়েছিলেন মোদী। স্বাস্থ্য কর্মী ও বয়স্কদের জন্য করোনার বুস্টার ডোজের ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি, ১৫-১৮ বয়সী শিশুদের জন্য নতুন বছরে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি। এই ঘোষণার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই প্রধানমন্ত্রী এবছরের শেষ রেডিও অনুষ্ঠানে, ঐক্যের কথা শোনালেন।

এদিন বছরের শেষ তথা ৮৪তম 'মন কি বাতে' অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় লড়াই করেছে দেশবাসী। করোনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে করা লড়াই বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতবাসীর জনশক্তি। প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ছাড়া এটা সম্ভব হত না।'

রবিবাসরীয় সকালে সকলকে সতর্কও করলেন করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন সম্পর্কে। তিনি আরও বলেন, আপনারা সকলেই ২০২১ সালকে বিদায় জানিয়ে ২০২২-কে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নতুন বছরে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি সংস্থাকেই সংকল্প করতে হবে নতুন কিছু করার। আগামী বছরে আরও উন্নত হয়ে ওঠার। গত সাত বছরে 'মন কি বাত' আমাদের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে ব্যক্তিগত কল্যাণের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের জন্য আরও ভাল কিছু করার, আরও উন্নতি করার। তিনি বলেন, সরকারের কাজের খতিয়ান দেওয়ার জন্য 'মন কি বাত' নয়। তৃণমূল স্তরের মানুষদের সম্মিলিত প্রয়াসকে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য।

এদিনের অনুষ্ঠান থেকে তিনি সম্প্রতি কালে ঘটে যাওয়া ভারতের বড় বিমান দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করেও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই দুর্ঘটনায় আমরা আমাদের দেশের সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন সাহসী সেনাকে হারাই। এমনকি বরুণ সিংও অনেকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের একটি চিঠি আমার মনকে ছুঁয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, উনি যদি একজন পড়ুয়াকেও অনুপ্রাণিত করতে পারেন তা যথেষ্ট হবে। আমি আজ বলতে পারি, তিনি গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ওঁর চিঠিতে হয়তো শুধু পড়ুয়াদের কথা বলা আছে। কিন্তু তা আসলে গোটা সমাজের কাছেই এক বার্তা।

রবিবার আগরতলায় এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত শিশুমেলায় বিভিন্ন সাজে শিশুরা।

## দেশী বন্দুকের গুলিতে জখম শিশু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** দেশী বন্দুকের গুলিতে ঘায়েল হল শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে কাকড়াবন থানার অধীন শিলঘাটি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ওই শিশুর বাড়িতেই তার কাকা একটি দেশী বন্দুক রেখেছিল বনে শিকারের জন্য। ওই শিশু বন্দুক নিয়ে খেলছিল। তখনই হঠাৎ গুলি ছুড়ে দেয় সে। তাতে সে গুলিবিদ্ধ হয়। ওই শিশুর নাম কিশোর দেববর্মা। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

## বিশালগড়ে উন্মাদ যুবকের তান্ডব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** উন্মাদ যুবকের তান্ডবে আতঙ্ক মুড়াবাড়িতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার সকাল দশটা নাগাদ বিশালগড় মহকুমার অফিসটিলা মুড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শম্ভু সাহার ছেরে সুব্রত সাহা গত কিছুদিন আগে আগরতলায় ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়। তারপর চিকিৎসা সেরে বাড়িতে ফিরে আসে। নেশায় আসক্ত ওই যুবক ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে এবং রাস্তাঘাটে তান্ডব চালায়। শনিবার বিশালগড় বাজারেও জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তান্ডব চালায়। পুলিশ ও পরিবারের লোকজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অবৈধ সম্পর্কের জেরে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** স্ত্রীকে পিটিয়ে মারল স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের গোলধারপুর গ্রামে। গ্রামের পেশায় কৃষক তথা সব্জি ব্যবসায় অমর সিনহা তার স্ত্রী রাজেশ্বরী সিনহার মাথায় কাঠেল শক্ত ফাইল দিয়ে আঘাত করেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে নিয়ে কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিজেই ছুটে যান স্বামী। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন হাসপাতালে পৌঁছার আগেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, চিকিৎসকরা সাথে সাথেই কৈলাসহর থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে স্বামী অমর সিনহাকে গ্রেপ্তার করেছে। অমর স্বীকার করেছে যে সে স্ত্রীকে খুন করেছে। অমরের দাবি, তার স্ত্রী এলাকার এক ব্যক্তির সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীকে ও ব্যক্তির সঙ্গে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখে ফেলেছিল সে। পুলিশ মামলা নিয়েছে।

## পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় নিহত দুই, আহত পাঁচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** বেপরোয়া লরির ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন পাঁচজন। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে ধলাই জেলার জহরনগর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কলবী চাকমা। বয়স ৫০। আহতদের আমবাসা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

জানা গিয়েছে, একটি অটো যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বার চাকার ট্রাকের ধাক্কায় অটোটি দুমরে মুচড়ে যায়। অটোর চালক সহ সব যাত্রীই আহত হয়। আহতদের মধ্যে ওই মহিলা যাত্রীর মৃত্যু হয়। উল্লেখ, গতকালও আমবাসা থানা এলাকায় দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে আমবাসা থানা এলাকায় দূর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যুতে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

## আনন্দনগর ও পানিসাগরে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** শহরতলীর আনন্দনগর এবং পানিসাগরে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে রবিবার। দুটি ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নেয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সংবাদে প্রকাশ, মরিয়মনগর মেলা দেখতে গিয়েছিল সুদীপ চক্রবর্তী নামে এক যুবক। সেখান থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। রবিবার তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় শ্রীনগর থানার অধীন আনন্দনগর এলাকার একটি রাবার বাগানে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এটি পরিকল্পিত খুন না আত্মহত্যার ঘটনা এনিয়ে ধন্দে পুলিশ। জানা গিয়েছে, আনন্দনগর ছয় নং পাড়ার সিলসিলা রাবার বাগান থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

এদিকে, পানিসাগরের ধর্মটিলা এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সজল রুদ্রপাল। বয়স পঞ্চাশ। তার বাড়ি পূর্ব জলেবাসা গ্রামের চার নং ওয়ার্ডে। পেশায় দিনমজুর। দুই মাস ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এই ব্যাপারে পানিসাগর থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরিও করা হয়েছিল। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা নিয়ে জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতের আত্মীয় পরিজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গিয়েছে।

## তেলিয়ামুড়ায় রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ ডিসেম্বর।।** রেল লাইনে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হল এক পঞ্চাশ উর্ধ্বো ব্যাক্তির। ঘটনা তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। প্রাপ্ত খবর এরকম যে,, শনিবার রাতে তেলিয়ামুড়া রেল পুলিশের কাছে খবর আসে তেলিয়ামুড়া মাইগঙ্গা এলাকায় রেলের ধাক্কায় এক ব্যাক্তি গুরুতর আহত হয়েছে। সেই খবর মোতাবেক রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যাক্তির।

প্রথম পর্যায়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ব্যাক্তির পরিচয় না জানতে পারলেও পরবর্তীতে ওই অপরিচিত ব্যাক্তির পরিচয় জানা যায়। মাইগঙ্গা অফিসটিলা এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি ঠাকুর চাঁন বিশ্বাসের নিথর মৃতদেহ এটি। ঘটনার খবর যায় পরিবারের লোকজনদের কাছে, পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া রেল পুলিশ ঠাকুর চাঁন বিশ্বাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য। পরবর্তীতে ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। তবে রেল পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রাতের মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৫৫ বছর বয়সি ঠাকুর চাঁন বিশ্বাসের। তবে এই মৃত্যুর মূল কারণ কি সম্পূর্ণটাই বেরিয়ে আসবে ময়নাতদন্ত শেষে।

## বক্সনগর গোডাউনে অভিযান চালিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকার পটকা বাজি উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রবিবার সন্ধ্যারাতে বক্সনগর চৌমুনী পি ডব্লিউ ডি এবং কলমচৌড়া থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বক্সনগর এর ব্যবসায়ী বাবুল বণিকের মুদি দোকানের গোডাউনে হানা দিয়ে অবৈধ শব্দ বাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই অভিযানে ছিলেন আশাবাড়ি বিওপির ১৫০ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ এর কম্পানি কমান্ডার যোগিন্দর আয়দি, জি ব্রাঞ্চের এসআই অভিষেক পান্ডে , সহ অন্যান্য জওয়ানরা। এই দিন অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ পটকা বাজির ছোট বড় কার্টুন উদ্ধার করেন।যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা।

প্রথমেই বাজি গুলি উদ্ধার করে বিএসএফ জওয়ানরা বিওপিতে নিয়ে যায়। জানা যায় অবৈধ বাজির গোডাউনের মালিক বক্সনগর এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাবুল বণিকের। জানা যায় এই বাবুল বনিক কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এসেই বক্সনগর কলমচৌড়া থানার উল্টো পাশে একটি মুদি দোকান দেন। জানা যায় কিছুদিন আগেও এই বাবুল বণিকের মুদি দোকানের অন্য একটি গোডাউনে হানা দিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষের উপর পটকা বাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হন। বাবুল বনিক দীর্ঘদিন ধরে বক্সনগরে মুদি দোকান দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কলমচৌড়ায় অর্ধ কোটি টাকার গাঁজা বাগিচা ধ্বংস, বুক চাপড়ে কাঁদলেন চাষীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ ডিসেম্বর।।** পর্দার আড়ালে থাকা গাঁজা মাফিয়াদের আস্ফালনে গাঁজার সাম্রাজ্যে পরিণত সোনামুড়া মহকুমায় ।আর এই গাঁজার সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে ময়দানে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ও১৫০ ব্যাটালিয়ান বি এস এফ জোয়ানরা ।পর পর কয়েকবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করে চলেছে পুলিশ। কলমচৌড়া থানার এস আই রথীন্দ্র দেববর্মা সহ বিএসএফের উর্ধতন কর্তৃপক্ষরা।

বি এস এফ মোবাইল ফোন ট্র্যাকের মাধ্যমে গাজা বাগান চিহ্নিত করে গাজা বিরোধী অভিযানে নামে ।কলমচৌড়া থানাধীন উত্তর কলমচৌড়া এলাকার জঙ্গলে এই গাঁজা বিরোধী অভিযান চালায় ।এই অভিযানের টিলাভূমিতে ১০হেক্টর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা প্রায়৫০হাজারেরও বেশি গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে ভস্মীভূত করে দেয় পুলিশ ।যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকার উপর হবে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

রবিবারে প্রাতঃ ১০ ঘটিকা থেকে পুলিশ ও বি এস এফের কাছে গোপন সূত্র মারফত একটি খবর আসে কলমচৌড়া থানাধীন উত্তর কলমচৌড়া গভীর জঙ্গলের বন দপ্তরের টিলাভূমিতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কয়েকটি জায়গায় গাঁজার অবাধ বিচরণ হচ্ছে ।আর সেই খবরের ভিত্তিতেই বক্সনগর বন দপ্তরের কর্মীরা সহ থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী গভীর জঙ্গলের টিলাভূমিতে দফায় দফায় হানাদারি চালায় ।রবিবারে এই অভিযানে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার বিএসএফ এবং পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ৫০ লক্ষ টাকার গাঁজা বাগিচা ধ্বংস করে দিয়েছে। ছবি নিজস্ব।

## ইটের আঘাতে গুরুতর খায়েল সরকারি কর্মচারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** ইট দিয়ে ঢিল ছুড়াতে গুরুতর আহত এক সরকারি কর্মচারী কিশোর দেববর্মা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার পাড়াকলক বাজার সংলগ্ন এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায়।

খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় সরকারি কর্মজীবী ৫৩ বছর বয়সি কিশোর দেববর্মা সেটেলমেন্ট দপ্তরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ঠাণ্ডায় জবুথবু উত্তর-পূর্বাঞ্চল কুঁকড়ে যাচ্ছেন শিলঙের মানুষ

**শিলং, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** ঠাণ্ডায় জবুথবু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘালয়। কুঁকড়ে যাচ্ছেন পূর্ব খাসি জেলার শিলং-জোয়াই রোড সংলগ্ন মাওবরথুন এবং শিলং-পিক (এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টার), লাইথকর, মিল্লিম, সাতমাইল এলাকার মানুষ। গত দুদিন থেকে আজ রবিবার রাতে এখানকার তাপমাত্রা এক ধাক্কায় নেমে যায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখন পর্যন্ত মরশুমের সব থেকে শীতলতম রাত কাটিয়েছেন এখানকার বাসিন্দারা। জেলার বাসিন্দারা বলছেন, তীব্র শীতের কারণে এ সব জায়গায় জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়েছে। মেঘালয়ের একটা বড় অংশ এখন কুয়াশার ঘন চাদরে ঢাকা। তবে দিনের বেলায় সূর্যদেবতার আংশিক দেখা মেলায় কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তি পেয়েছিলেন বাসিন্দারা। শিলং-জোয়াই বা শিলং-চেরাপুঞ্জি এলাকায় শুক্র ও শনিবার রাতে তুষারপাত হয়েছে।

এদিকে রাজ্যের রাজধানী শিলং এলাকায় বরফ না-পড়লেও শৈত্যপ্রবাহ থেকে বাদ পড়েনি। সাম্প্রতিককালের অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের তাপমাত্রা দ্রুত নিম্নমুখী। তীব্র শৈত্যপ্রবাহ চলছে এবং এই তীব্র শৈত্যপ্রবাহ অন্তত আরও কয়েদিন অব্যাহত থাকবে।

শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়ায় জনজীবন প্রায় থমকে যাওয়ার অবস্থা। শৈলশহর শিলঙে দিবাভাগে ৯ থেকে ১০ ডিগ্রি সেসসিয়াস থাকলেও রাতের দিকে তা নিম্নগামী হতে থাকে। পারদ নামে ৪ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

মৌসম ভবন সূত্রের খবর, এখানকার তাপমাত্রা আরও কমবে। ঠাণ্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশায় ঘেরা থাকবে এই অঞ্চল। আবহ বিজ্ঞানীদের ধারণা, এবার জমজমাট শীত পড়বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। শীতের বাতাস ধেয়ে আসছে। এই অংশের তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি জম্মু-কাশ্মীর বা সিমলার মতো না-হলেও একেবারে ফেলনার নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরায় অবশ্য শনি ও রবিবার রাত থেকে তাপমাত্রা কমেছে বহু। শীতে জমে গিয়েছেন অরুণাচলের তাওয়াংবাসীও। চিন সীমান্ত লাগোয়া তাওয়াং শহরের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রির আশপাশে। গভীর রাতের দিকে সেই তাপমাত্রা আরও কমে যাচ্ছে। ভোরের দিকে জমা জলের ওপর হালকা বরফের স্তর পড়েছে তাওয়াঙের উত্তরাংশের কোনও কোনও এলাকায়। সিকিমের পরিস্থিতিও শীতলতম। গ্যাংটকেও বেশ ঠাণ্ডা। এক কথায় গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত নামছে পারদ সূচক।

কর্মসূত্রে শিলঙের বাসিন্দা জনৈক বিশ্বজিৎ পাল বলছিলেন, শীতের ফলে মানুষজন সোয়েটার-মাফলার বা জ্যাকেট খুলতে পারছেন না। প্রায় সব বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৮২ ◘ ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◘ ১১ পৌষ◘ সোমবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নারী মা সারদা

একদম কাছের মানুষকে চেনা বড় শক্ত। মা সারদার নিকটতম মানুষটি ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহা সত্ত্বেও তিনিই শ্রীশ্রীমায়ের দৈবীস্বরূপ ও জগন্মাতা রূপটি প্রথম চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ষোড়শী পুজো করিয়াছিলেন।পরবর্তীকালে মা সারদাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি আর কী করিয়াছি? তোমাকে অনেক করিতে হইবে।শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর অনন্ত শক্তির আধাররূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাই না তিনি মা সারদার কাঁধে এত বোঝা চাপাইয়ালেন অবলীলাক্রমে।

এরপর যিনি মা সারদার সঙ্ঘজননী রূপটি চিনিতে পারিয়াছিলেন তিনি হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এরই ফলশ্রুতি ১৯০১ সালে দুর্গাপুজো হইল বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও উদ্যোগে। সে পুজো ছিল মা সারদারই। এরপরে জন্মসূত্রে একজন বিদেশিনী মাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি হইলেন আইরিশ দুহিতা ভগিনী নিবেদিতা। সারদা মায়ের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটি হইল ১৭ মার্চ, ১৮৯৮। এই দিনটিকে নিবেদিতা তাঁহার ডাইরিতে উল্লেখ করিয়াছেন 'ঈশ্বা দ্র ত্মখান্' বলিয়া। ২২ মে ১৮৯৮ তারিখে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ' তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।' যিনি আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাদাসিধে হিন্দুরমণী। তবুও তাঁহার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতমা নারী। এই উক্তির পাঁচ বছর পরে ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ তারিখে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখিয়াছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নারী হলেন সারদামণিদেবী। এই সামান্য পাঁচটা বছরের মধ্যে নিবেদিতা মা সারদাকে 'পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতমা নারী' থেকে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নারী' বলিয়ি উল্লেখ করিয়াছেন।

মা সারদার সঙ্গে নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎকার ১২ মে ১৯১১ সাল। প্রথম সাক্ষাৎকার ও শেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবধান তেরো বছরের কিছু বেশি। মূক ভাষায় দৃষ্টি বিনিময়ের স্নিগ্ধ প্রেমঘন নীরব কথোপকথনের পর অজস্রবার বাঙ্ময় সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে মা সারদার সঙ্গে। তারই মধ্যে এই সহজ সরল গ্রাম্য বিধবা রমণীর মধ্যে নিবেদিতা দেখিতে পাইয়াছেন 'প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নবীন আদর্শের অগ্রদূত'কে। আরও স্বচ্ছভাবে বলিতে গেলে নিবেদিতা মাতৃরূপের বহুধা প্রকাশ আবিষ্কার করিয়াছেন মননশীল বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া।এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ১১ ডিসেম্বর ১৯১০ তারিখে মা সারদাকে যে অপূর্ব অনবদ্য চিঠিটি লিখিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ না করিলে নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমাকে আমরা চিনিতে পারিব না। মা সারদা সম্বন্ধে এই চিঠিটা শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। চিঠিটি কেবল একটি অলঙ্কার ও প্রতীকসমৃদ্ধ কাব্যিক বর্ণনা বলিলে ভুল হইবে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপের গভীরতম সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিছিলেন তাঁহার হৃদয়বত্তা অনুভূতিশীল চেতনার মধ্য দিয়ে। তাই চিঠিটি এত মর্মস্পর্শী ও সত্যের নিকটতম প্রকাশ। ভগিনী নিবেদিতার সেই বিখ্যাত চিঠিটির অনুবাদ করিয়াছিলেন সজনীকান্ত দাস। তার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। সেইটি উদ্ধৃত করিয়াছে 'আদরিনী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গীর্জায় গিয়াছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করিতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। মিষ্টি মুখ, ভালোবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা, সব কিছু সামনে ভাসিয়া সে উঠিল। অভাগী সারার রোগের ঘরটিতে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়া দিতে পারে একমাত্র পরিবেশের পরশ। মা, মাগো, ভালোবাসায় ভরা তুমি। তোমার ভালোবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নাই। তা পৃথিবীর ভালোবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, তা সকলের কল্যাণ আনে। অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা। খেলায় ভরা।

# মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা 'ধরতি-আবা' বিরসা মুন্ডা

### ড. বিমকল কুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজ সরকারের পক্ষে খুব একটা সুখের ছিল না। উপজাতিদের একের পর এক বিদ্রোহ তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিদ্রোহ ছিল মুন্ডা বিদ্রোহ। সাঁওতাল, হো, কোল প্রভৃতি উপজাতিদের মতো মুন্ডারা ছিল ভারতের আদিম অধিবাসী। ছোটোনাগপুর, ওড়িশা ও বাংলার পশ্চিমদিকে কিছু অঞ্চলে শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে শুরু হয় উলগুলান ১৮৭৫ সালে বিরসা মুন্ডা রীচি জেলায় উলিহাতু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে চাইবাসায় জার্মন মিশনারি স্কুলে পড়তে যান। কিন্ত আস্তে আস্তে এ মিশনের সঙ্গে সব সংঅব ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক মুন্ডার মতো বিরসাও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে এ মিশন ছেড়ে রোমান-ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে যোগও ক্ষণস্থায়ী। খ্রিস্টান বিশ্বাস ছেড়ে সে ফিরে যায় তার আদি ধর্মবিশ্বাসে। নিজের পরিচয় দিত "মুন্ডারী কোল' বলে। তিনি নিজেকে "ধরতি-আবা' অর্থাৎ "পৃথিবীর ভগবান" বলে প্রচার করেন। কিন্তু বিরসা মুন্ডার আগেও মুন্ডারা সমবেত ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সাঁওতালদের মতো তারাও গভীর জঙ্গল কেটে বসতি পত্তন করেছিল। এইভাবে যারা জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রাম স্থাপন করেছিল তাদের উত্তরাধিকারদের বলা হত খুত্তকটিদার"। তারা যৌথভাবে গ্রামের সমস্ত জমির মালিকানা উপভোগ করতো এবং মনে করতো তারাই জমির মালিক। খুন্তকটিদারদের মধ্য থেকেই গ্রাম প্রধান বা "মুন্ডা" ও গ্রাম পুরোহিত বা "পাহান" পদের যোগ্য বলে মনে করা হতো। উপনিবেশক শাসনব্যবস্থায় মুন্ডাদের চিরাচরিত খুন্তকটিদার ভূমিব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হ্য। বহিরাগত ব্যবসায়ী মহাজন শ্রেণি জমশ জানিরদার ও ঠিকাদার রূপে মুভদের সব তৈরি করা জমি গ্রাস করতে থাকে। সরকারি প্রশাসন ছিল শোষক শ্রেণির পক্ষে। ১৮২০ ও ১৮৩১ সালে তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেও হৃত জমি পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। "বেট বেগাব" বা বিনা মজুরীতে জোরজবস্তি বেগার পরিশ্রম এবং জমি জমা হারানোর যন্ত্রণা মুন্ডাদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

১৮৪৫ সাল থেকে ছোটোনাগপুর অঞ্চলে খ্রিস্টানদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। লুথরান, আংলিকান ও ক্যাথলিক মিশনারিরা এই অঞ্চলে তৎপর ছিল। মুন্ডা আন্দোলনে চার্চের কিছু কিছু শিক্ষা এবং খরস্টান-মুন্ডাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায়নি। মুন্ডা নেতা হিসাবে বিরসার আবির্ভাব পর্যন্ত মুন্ডা অন্দোলনের উপর মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচারের প্রভাব একান্তই গৌন। মিশনারিদের প্রচারে মুন্ডাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন আসেনি। মুন্ডা আন্দোলনে মিশনারিদের ধর্মীয় ধারণার কোনো প্রভাব ছিল না। কারণ মিশনারিদের প্রচারে মুন্ডাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন আসেনি। যা কিছু পরিবর্তন তা একান্তই বাহক যেমন নির্দিষ্ট সময়ে চার্চে জড়ো হওয়া, নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। বিশ্বাস বা চিন্তাগত পরিবর্তন সাধনের জন্য যে নিরন্তর প্রয়াসের দরকার ছিল, মিশনের সীমাবদ্ধ জনবল দিয়ে তা দীর্ঘদিন ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে করা সম্ভব ছিল না। তবে মিশনারিদের সঙ্গে সংযোগ মুন্ডা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রভাবের উৎস মিসনারিদের সম্পর্কে মুন্ডাদের এক গভীর বিশ্বাস। তা হল এই যে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে "পাদরি সাহেবরা" আন্তরিকভাবে আগ্রহী এবং সচেষ্ট ছিল। বিরসার আন্দোলন শুরু হয় ধর্মীয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে। তার সন্মোহনী ক্ষমতার প্রধান উৎস তার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।

মুন্ডাদের সে বলে, সে ভগবানের প্রেরিত দূত। বিপুল এক প্রলয়ের পর এ পৃথিবী ধ্বংস ঘোষণার জন্যই তার আবির্ভাব। এ প্রলয়ে সরকার ভেসে যাবে। নিষল হয়ে যাবে বর্তমানের সব জীবিকা, এমনকি কৃষিকাজও। "এ দুনিয়ার সব টাকা পয়সা জল হয়ে যাবে, তাদের হাতে যা কিছু অর্থ আছে, তা যেন অতি শীঘ্র তারা খরচ করে ফেলে, এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি কেনে।" একমাত্র তার অনুগামীদের জন্য বিরসার অভয়বাণী ছিল সামগ্রিক এ বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে না, তারা সবাই জড়ো হবে বর্তমান জনপদ থেকে দূরে এক "উঁচু জায়গায়"। একটিমাত্র নিরাপদ জায়গা হবে সেটি, অনুগামীদের নিয়ে তিনি সেখানে নিষ্কলুষ এক পৃথিবী গড়ে তুলবেন। মুন্ডা আন্দোলনে বিরসা আগে থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। অরণ্য সম্পদের উপর মুন্ডাদের দীর্ঘদিনের অধিকার সংকোচনের জন্য নতুন সরকারি বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সালে এক বড়ো আন্দোলন সে গড়ে তোলে। প্রলয়ে "সরকার ভেসে যাবে" এ ঘোবণা বিরসা তার নতুন দেওয়ান এবং অন্যায প্রতিনিধিদের গ্রামে গ্রামে এ ঘোষণার ভার দেওয়া হয়েছিল যে মুন্ডারা যেন তাদের কুড়ুল আর ফরসা নিয়ে নতুন জায়গায় আসে। মুন্ডাদের আস্মীস দেওয়া হয়েছিল যে তার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর বুলেট নিষয় হয়ে যাবে, তা জলে পরিণত হবে। এ ভবিষ্যৎ বাণীর কথা লোকের মুখে মুখে এত ছড়িয়ে পড়ে যে, লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ ঠিক করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি নির্বব্ধিতা হবে। বিরসা ধরে নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার তাকে রেহাই দেবে না। তাই সে বলত সরকার তাকে তিনদিনের বেশি হাজতে পুরে রাখতে পারবে না, কয়েকখানায় তার স্থুল দেহ এক কাষ্ঠখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকবে, তার বিদেহী আত্মা অন্যত্র চলে যাবে। থানার হেড কনস্টেবল বিরসার দলের কার্যকলাপ দেখতে গেলে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। বিরসা বলে, "সাহেব লোকদের' রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে, আর তারা সরকার বা পুলিশকে মানবে না, সেই রাজা হবে। হেড কনস্টেবল বেশ কিছু লোকজন সঙ্গে করে এনেছিল, কিন্তু বিরসার এ ঘোষণার পর তারা তার দলে চলে গেল। আগে মুন্ডাদের কাছে বিরসার পরিচয় ছল তাদের অরণ্যের অধিকারের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ আর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতারপে। কিন্তু এখন মুন্ডাদের চেতনায় আর ভাবমূর্তির রূপান্তর ঘটে। বিরসা এখন অলৌকিকতার স্তরে উন্নীত, "ধরতি আবা" (পৃথিবীর পিতা), ভগবান বলেই এখন তার পরিচয়,অনেকেই তাকে মুন্ডাদের পরম উপাস্য দেবতা সিং বোংগা (সূর্য দেবতা) বলে মনে করে, যে দেবতা কোনো অমঙ্গল করে না, অথচ দূর থেকে তাদের সব কাজ লক্ষ্য করেন। ২৩-২৪ আগস্ট, ১৮৯৫ সালে বিরসাকে গ্রেফতার করা হয়। লোহারভাগার উপকমিশনারের কাছে তাকে আনা হলে এক বিশাল জনতা সঙ্গে আসে। ভগবান বিরসার গ্রেফতার হওয়ার কথা কেউ বিশ্বাস করত না। এক মিশনারির ভাষায়, "এতে মুন্ডারা এত মিনার গেছি যে, তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা রনি।" অক্টোবরে বিরসার বিচার শুরু হলে তার দর্শনের জন্য মুন্ডারা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। প্রথম ঠিক ছিল খুন্টিতে বিচার হবে কিন্তু "জনতা মারমুখী" হওয়ায় স্থান পরিবর্তন করে রাঁচিতে বিচার কর্ম সম্পন্ন হবে ঠিক হয়। পরে ১৮৯৭ সালে ডিসেম্বরে বিরসাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছটিয়ার হিন্দু মন্দিরে পুজো ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে মুন্ডাদের এক বিবাদ উপলক্ষে পুলিশ আবার তাকে ধরতে চেস্টা করে। কিন্ত পারেনি। পরবর্তী আন্দোলনে বিরসার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় সব অস্পষ্টতা কেটে যায়। নতুন সমাজ গড়ে উঠবে সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, কোনো কলা রাজারা লির রা শত্রকুল পর্যুদ, নিশ্চিহ হবে। সহিংস সংঘর্ষের শিরা সম্পর্কে বিরসার ধারণা ছিল বিশেষভাবের প্রতিরো ছিল মুন্ডাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য ছিল মুন্ডারাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্ত কাদের উপর কঠিনতম আঘাত হানবে? বিরসা মুন্ডাদের চিরাচরিত শত্রুদের কথা অনবরত বলেছেন। তা হল ব্রিটিশরাজ। মুন্ডাদের চেতনায় ব্রিটিশরাজ শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসক নয় গোটা ইউরোবীয় গোষ্ঠী সোহেব লোক), এমনকি মিশনারিরাও। প্রায় এক দশক ধরে ক্রমেই মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হচ্ছিল। "সর্দারেরা সব প্রতারক" এক জার্মান মিশনারির এ মন্তব্যে মুন্ডারা তীব্র বিক্ষুবূ হয়। বিরসা নাকি এ মন্তব্যের উত্তরে বলেছিলেন মিশনারিদের এ আচরণ অস্বাভাবিক নয়, কারণ, "সাহেব সাহেব এক টোপী হ্যায়"। মিশনারি হফমানও বলেছেন, মুন্ডাদের জন্য মিশনের এত আন্তরিকতা, সহানুভূতি তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, এমনকি তাকে এবং তার এক সহকর্মীকে মুন্ডারা খুন করতেও চেয়েছে। স্বভাবতই যেসব খ্রিস্টান মুন্ডা তখনও ইউরোপীয় মিশনের প্রতি অনুগত ছিল করেছে। বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় ২৪ ডিসেম্বর সমবেত খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ দিয়েই বিদ্রোহ বা উলগুলান শুরু হয়। পরের দিন খুটি পুলিশ থানা বিদ্রোহীরা ছিনিয়ে নের। ভগবান বিরসার উপস্থিতি, তার ভাষণ, তার রচিত গান মুন্ডাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তার ভাষণ এবং গানের প্রতীকধর্মী শব্দচয়ন শ্রোতাদের মনে আসন্ন ব্রিটিশ বিরোধী সংঘর্ষের আবহ সৃষ্টি করে। মাঝরাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলত মাদল বাজনা আর নাচের সঙ্গে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ পরাক্রান্ত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুন্ডাদের জয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে বিরসা অভয় দিয়ে বলত, স্পর্শ করার আগেই তা জল হয়ে যাবে। তাদের আরও বলা হত, নওরওন থেকে আনা "পূত জল" তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তারা অজেয় থাকবে।

> **বিরসার বিশ্বাস ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রচারিত নতুন অনুশাসন পালন করলে মুন্ডা সমাজের নতুন প্রাণশক্তির সৃষ্টি হবে। কিন্তু অনেকেই রাজ বিরোধী সংঘর্ষের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। তাছাড়া, বিগত চার বছরের নানা বিপর্যয় ১৮৯৬-৯৭ এবং ১৮৯৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৮৯৮ সালে কলেরা মহামারীর ব্যাপক ধ্বংসলীলা, পরের বছর খরায় আমন শস্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মুন্ডাদের অসহিষ্ণু করে তোলে। অবশেষে ২২ ডিসম্বের ১৮৯৯ সালে বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।**

অনুশাসন পালন করলে মুন্ডা সমাজের নতুন প্রাণশক্তির সৃষ্টি হবে। কিন্ত অনেকেই রাজ বিরোধী সংঘর্ষের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। তাছাড়া, বিগত চার বছরের নানা বিপর্যর ১৮৯৬-৯৭ এবং ১৮৯৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৮৯৮ সালে কলেরা মহামারীর ব্যাপক ধ্বংসলীলা, পরের বছর খরায় আমন শস্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মুন্ডাদের অসহিযুত করে তোলে। অবশেষে ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯ সালে বিদ্রোহের ছু- ডান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট। অমিত তাদের সাহস আর প্রতিরোধের প্রস্ততিও যথাসম্ভব নিপুণ ছিল। কিন্ত বিরসার নেতৃত্বে সমগ্র বিদ্রোহটা বেন ক্ষণস্থায়ী তীব্র এক স্ফুলিঙ্গের মতো হঠাৎ জলে ওঠে। আবার সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব ছিল। বিরসাকে গ্রেফতার করে রাচি জেলে রাখা হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয় ১৯০০ সালে ৯ জুন। স্বাধীন মুন্ডারাজ স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে শেষ হয়ে যায়। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারকে উপজাতিদের সম্পর্কে আর একবার সচেতন করিয়ে দিয়েছিল। ফলে ১৯০৮ সালে ছোটোনাগপুরে প্রজান্বত্ব আইন প্রবর্তিত হয়। মুন্ডাদের কুন্তকন্টি অধিকার স্বীকৃতি হয়। নিষিদ্ধ হয় বেগার প্রথা। বিরসার সাহস ও সংগ্রামী নেতৃত্বের জন্য পরবর্তীকালে তিনি জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন। আজও তিনি ছোটোনাগপুর আদিবাসী সমাজে অমর হয়ে আছেন নানা লোকের কথায়।

**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# মালতী বালা''র প্রথম সেলফ

### ডাঃ কনক চৌধুরী

আমাদের কাছে তিনি পৌঁছে ছিলেন বেশ শীতল এক শেষ বিকেলে। ফিমেল ইউনিটের হাতে গোনা কয়েকটি বিছানা তখনো খালি। এরই একটি মালতী''র কপালে জুটে গেলো! যাক, শুরুটা ভালোই। আমাদের রোগী তখন বিকারগস্ত। একদম ছটফটে। গতো সাত আট দিনের যে হিসেব বাড়ির লোকেরা দিচ্ছিলেন, তার সত্যতা বোধহয় ছিলো না। অন্তত আমি বিশ্বাস করিনি। সাথে''র ছেলে, নাতি, মেয়ে সবাই নিতান্তই সাধারণ। পোশাক দেখে যাদের আমরা গরীব ভাবি,এরা তারাই। রোগীর গায়ে জ্বর, রোগীর চাহনি উদ্ভ্রান্ত,রোগীর পরনের কাপড় বিবর্ন ;আর,রোগীর গায়ের লেবু-ত্বকের পিচ্ছিল সরীসৃপ ভাব আসলে জমে থাকা ময়লা।মনেহয় বুড়ী বেশকিছু দিন ধরেই অযত্নে অবহেলায় স্তূপ হয়ে ছিলো দুর্গন্ধের জীবনে। আমি শুধু দেখি। দেখাই আমার কাজ। প্রেক্ষাপটে শুনতে পাচ্ছিলাম,ফার্স ইয়ার ডক্টর আথার্ব ভাংগা ভাংগা বাংলায় বলে চলছে, খুবই খারাপ পেশেন্ট। বাচতো না। যেকোনো সময় মরবো। আইসিইউ কল দিবো। কিন্তু আইসিইউতে সিট নাই। ফাঁকে ফাঁকে সে চেঁচিয়ে ডাকছে সিস্টার কে। দিদি, অক্সিজেন লাও। আমি দেখছিলাম। আমি একটু ভাবলাম। তাদের ডেকে বললাম,তোমাদের মা বাঁচবেন না বোধহয়। চেষ্টা করে দেখি। এক দুটো ওষুধ এনে দিও। বাকী আমাদের আছে। এই জেনারেল ওয়ার্ডেই হোক চিকিৎসা। দেখি, কি হয়? রাউন্ডের শেষে চিন্তাটা এসেছিলো মাথায়,

জোলাইবাড়ির ৬৭ বছরের মালতী বালা নম দাসের বাড়ির লোকেরা কি আইসিইউ বা অতি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র কথাটার মানে আদৌও জানে?দুদিনের যমে মানুষে টানাটানি। প্রথম দিনেই মালতী''র মেয়েকে বকা দিলাম,মায়ের চুল বেধে না দেয়ার জন্য। যম সেদিন পাল্লা নিজের দিকে একটু বেশীই ঝুকিয়ে দিয়েছিলো। নাগালের মধ্যে এনসেফালাইটিসকে না পেয়ে ঝাল মেটালাম রোগী''র স্বজনের উপর। তবুও কেনো জানি মনে হলো, মালতী''র ডান হাত আমার তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ খুঁজে বেড়াচ্ছে ! হয়তো আমার মনের ভুল। আরো ২৪ ঘন্টা পর নাগালের মধ্যে পেলাম ছেলের বউটাকে। যেই নজর গেলো রোগী''র অগোছালো চুল,শ্রীহীন বিছানা''র দিকে। ব্যাস,আবার গর্জন। এইদিন কিন্তু কিছু ওষুধ কমানো হলো। নাকের নলে খাবার বাড়লো,স্যালাইন কমলো। অক্সিজেন দেয়াতে এলো সাময়িক বিরতি। আমি ডাকলাম, মালতী বালা ! দুটো জীর্ন হাত কাঁপতে কাঁপতে যেন অন্ধকারে এগিয়ে এলো। আমার আলো তার মস্তিষ্কের ধূসর কোষে তখনও পৌঁছাতে পারছিলো না। ভাইরাসের আক্রমনে এলোমেলো হয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ নিউরন। কিন্তু সে আওয়াজ দিচ্ছিলো, গোঙানির মতো। ইন্টার্নি চিকিৎসক সম্রাট জানালো, স্যার, ফিরসে আইসিইউ কল দিয়া। সিট নেহি হ্যায়। আমি কিছু বলিনি,আমি শুধু ভাবলাম। ঠিক কতোদিন অব্দি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে''র জন্য আমি বসে থাকবো? লাইনে যে আরো অনেক মালতী দাঁড়িয়ে। আইসিইউ আমার ঠিক কতটুকু চাই? যা হবে,এখানেই। ঠিক এখানেই।

পঞ্চম দিনে প্রায় জোর করেই ঠেলে তুললাম আমাদের রোগীকে। মালতী শুধু একটাই শব্দ উচ্চারণ করলো। উচ্চারণ নাকি অনুরনন ? বাবা ! বাবা ! বা-- বা ! মনে হলো, আমরা,যম''কে পিছে ঠেলে, আইসিইউর দরজা''র সারি থেকে পেছনে সরে যেতে শুরু করেছি। মস্তিষ্কের প্রদাহ , রক্তাল্পতা, রক্তে জীবাণু''র অনেক বেশি সংখ্যা,কিডনি ও ফুসফুসের টানাপোড়েনে জেরবার বৃদ্ধার নাম তো আমরা জানি। কিন্তু, সপ্তম দিনের শেষে, অনেকটা ঠান্ডা একটা সকালে জানলার রেলিঙের দিকে হেলান দিয়ে আবার বসালাম রোগীকে। কিছু একটা বলতে চায়। ঠিক বোধগম্য নয়, হতে আরো অনেকটা বাকী। তবে, চোখের তারা দুটো এখন নির্দিষ্ট হয়ে আসে আমাদের দিকে। আমাদের আওয়াজে তার অনুভূতির প্রকাশ দেখি। এবার আমি জানতে চাইলাম আমাদের নাগপুরের পোস্ট গ্রেজুয়েট ট্রেইনিকে, বাচ যায়েগা না? ক্যায়া লাগতা হ্যায়? -বাচ হি তো গ্যায়ি স্যার! অর কেয়া।নবমী''র সকাল। এখন বাড়ির লোকেরা মালতীকে রোজ দু''বেলা তেল মালিশ দেয়। প্রতিদিন কাপড় পালটে পালটে দেয়। আমাদের ইউনিটের ডাক্তাররা দু''বেলা মধুবালা(নম) দাসের সেজো মেয়েকে রাউন্ড দেয়।আর দু-এক দিনেই তার ছুটি''র আশা। আমি শেষবারের মতন মালতী বালাকে জানতে চাইলাম, সাত দিন ধরে তো তোমার গো গো শুনলাম। গল্পতো আর করলে না! বাবার কি নাম? আর নি? নগেন্দ্র নম দাস। মা''র নাম মধুবালা দাস। আর বাড়ি আছিল সীতাকুণ্ড। তুমি সীতাকুণ্ড চেনো নি? আমি মাথা উপর নীচ করলাম। পালটা প্রশ্ন করলো আবার। তোমার মা আছে নি? আমি বললাম আছে। নাম,কমলা। বয়স ৭৭ বছর। তোমার চাইতে ১০ বছরের বড়ো। আমার মা''র উদ্দেশ্যে দুটো প্রনাম শূন্যে ভাসিয়ে দিলো মালতী।আমার ভিজিট ! মোবাইলটা বের করে সেলফি মুড়ে নিলাম। জানতে চাইলাম, ভেতরের এই মহিলা কে? প্রথমে চিনতেই পারলো না নিজেকে।এমনটাও হয়? এ কেএমনতরো কান্ড! যন্ত্রের ভিতর গেলো কি করে? গতো কয়েকদিনে তো নিজের চেহারাই দেখেনি আয়নায়। মালতী''র ব্যাগে কি কোন আয়না ছিলো? মালতী বালা নম দাসের উপস্থিতি, এই বছরের শেষদিকে এক দারুণ উপলব্ধি দিয়ে গেলো আমাদের। নিবিড় পরিচর্যা আসলে শুধুই সম্পর্কে''র সুচারু পরিচর্যা। কারো দিকে ঠেলে না দিয়ে কেবল নিজের কাছে আঁকড়ে রাখাটাই বোধহয় সবচাইতে জরুরী।যা নেই আমার, তার সপ্নে আমি কারো দুঃখ ঘোচাতে পারবো না। অনেকদিন পর একটা সেলফি তুললাম। দেখুন,আমাদের রোগী কতো স্বস্তি,বিশ্বাস ও অবাক হওয়া দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ! দারুণ অনুভূতি। দারুণ।

# মানবশরীরকে চেনানো প্রথম মানুষটি

### কৌশিক রায়

চিকিৎসাবিদ্যাতে আবহমানকাল ধরেই পাদপ্রদীপের আলোতে ছিল সাহিত্য-ভাস্কর্য- সংস্কৃতি-সামরিক শাস্ত্রে সমুন্নত 'হেলাস' বা গ্রিস। চিকিৎসাবিদ্যার মানবতাবাদী জনক, 'কস' দ্বীপ নিবাসী হিপ্পোক্রেতুস এবং চিকিৎসা পদ্ধতিতে আধুনিককতার ধারা নিয়ে আসা ক্লাউদিউস গালেনুস (গ্যালেন), দু'জনেই ছিলেন গ্রিস দেশবাসী। তবে, গ্রিক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচর্চা শুধুমাত্র ঈজিয়ান সাগর বিধৌত মূল গ্রিক ভূখণ্ডের এথেন্স-স্পার্তা ক্রিট কোর্ফু এলিস অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রিস অধিকৃত মিশরীয় নগরী আলেক্সান্দ্রিয়া এবং আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর (তুরস্ক)-এর মধ্যেও। এই এশিয়া মাইনয়-এর অন্তর্গত কাদিকোই অঞ্চলে, ৩৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মেছিলেন মানব শারীরবিদ্যা বা অ্যানাটমির প্রবর্তক-চিকিৎসা সমাজে শল্য চিকিৎসা বা সার্জারির প্রাচীনতম সূত্রটি, আয়ুর্বেদাচার্য চরক ছাড়াও হেরোফাইলাস-ই দেখিয়েছিলেন। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচয় না জানালে চিকিৎসা করাটা অসম্ভভ হয়ে পড়ে, সেটা হেরোফাইলোসই সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন।

সম্ভবত, ক্লদিউস তোলেমির মতো ভূগোলবিদ এবং হাইপেশিয়া নামক নারী গণিতজ্ঞের মতোই, আলেক্সান্দ্রিয়া নগরীতেই অ্যানটমি সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন হেরোফাইলোস। প্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য মানবদেহের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ন'খানা বই লিখেছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের চিকিৎসক ড. উইলিয়ম হার্ভে মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র আবিষ্কার করার বহু আগেই হেরোফাইলোস দেখিয়েছিলেন, কীভাবে ধমনীর মাধ্যমে রক্ত, আমাদের হৃৎপিণ্ডে আসে। 'ধাত্রীবিদ্যা' বইতে হেরোফাইলোস, স্ত্রী দেহের জরায়ুর বিভিন্ন অংশেণ গঠন বর্ণনা করে দেখিয়েছিলেন, কীভাবে ভ্রূণের মধ্যে একটি নতুন প্রাণ, দীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। অ্যানাটমির শিক্ষাদানে হেরোফাইলোসের চিরন্তন সহকারী ছিলেন এরাসিস্ত্রাতুস নামক একজন অনিসন্ধিৎসু, তরুণ অধ্যাপক। এঁদের দু'জন ছিলেন দু'জনে পরিপূরক, অনেকটা পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিকের উদ্ভাবক ডা. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী আর্নস্ট টেইন এবং ইনসুলিনের আবিষ্কার্তা ডা. ফ্রেডরিক ব্যান্টিং এবং চালর্স বেস্ট-এর মতোই। শিশুর প্রসব কী করে নিরাপদভাবে করতে হবে সেটাও ব্যাখ্যা করেছিলেন হেরোফাইলোস। আলেক্সান্দ্রিয়া নগরীতেতাঁর নির্মিত চিকিৎসা শিক্ষায়তনে দেশবিদেশের শিক্ষার্থীরা আসতেন।

দুর্ভাগ্যের কথা, অ্যানাটমি এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন রোগব্যাধি নিয়ে যেসব লেখা হেরোফাইলোস লিখেছিলেন তার বেশিরভাগই আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকে গ্যালেন, তাঁর লেখালেখির মধ্যে বেশ কয়েকবার হেরোফাইলোসের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। অ্যান্দ্রিয়াস ভেস্যালিয়াসের বহু আগে হেরোফাইলোসই সর্বপ্রথম চিকিৎসার নিয়মবিধি তৈরি করার জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মানবদেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ শি৭ার্থীদের দেখাতে শুরু করেন। অবশ্য, আলোক্সন্দ্রিয়া ছাড়া অন্য সব স্থানে মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য সমসাময়িক চিকিৎসক সেলস্যুস তাঁর দে মেদিসিনা গ্রন্থে এবং গির্জার নেতা তারত্যুল্লিয়ান দাবি করেছিলেন, তাঁর ৬০০ জন শত্রুপক্ষীয় বন্দির জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ করেছেন। অবশ্য তাঁর তাঁর কোনো প্রকৃতি প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

শারীরবিদ্যা বা অ্যানাটমির ক্ষেত্রে হেরোফাইলোসই সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক পদ্ধতির দ্বারা মানবশরীরে রোগের উপসর্গ নির্ণয় এবং সেই অনুসারে ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির অন্যতম দুই প্রবর্তক ডা. স্যামুয়েল ফ্রিজরিখ হ্যানিম্যান এবং ডাক্ষ ভিলহেলম বোয়েরিক-ও হেরোফাইলোসের এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ফিল্লিনুস এর উদ্যোগে গ্রিসের 'কস' দ্বীপে একটি চিকিৎসাবিদ্যামূলক শিক্ষায়তনও স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য হেরোফাইলোসের অ্যানাটমি বিদ্যাকে উন্নাসিক, সংরক্ষণপন্থী ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে বিরূপ সমালোচনা করেন। তবে শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে হেরোফাইলোসই প্রমাণ করেছিলেন, একমাত্র শিরাই আমাদের দেহে রক্ত বহন করে। রক্তবাহী নালীগুলির গঠনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে তিনিই সর্বপ্রথম শিরা ও ধমনীর মধ্যে গঠনগত প্রভেদ নির্ণয় করেন। হেরোফাইলোসই সর্বপ্রথম জানিয়েছিলেন হৃৎপিণ্ড নয়, আণাদের বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্রস্থল হল মস্তিষ্ক। ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে ধমনীগুলি যে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে স্পন্দিত হয়, সেটাও বের করেন তিনি। আমাদের কব্জির রেডিয়াল ধমনীর স্পন্দ (নাড়িজ্ঞান) দেখে যে রোগ নির্ণয় করা যায় সেটাই বলেছিলেন হেরোফাইলোস। একটি জলঘড়ির সাহায্যে হেরোফাইলোস এই ধমনীর নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করেছিলেন। রক্তের সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়েই হেরোয়াইলোস, মস্তিস্কের স্নায়ুগুচ্ছ ও ধূসর কোষ সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করে। মানব করোটি -র সঙ্গে লেগে থাকা স্নায়ুগুচ্ছেরও লেখচিত্র এঁকে তাদের গঠনশৈলি বর্ণনা করেন হেরোফাইলোস। চোখের সঞ্চালন এবং দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অলফ্যাক্টরি এবং অকিউলোমোটর স্নায়ু সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে হেরোফাইলোসের লেখা পড়েই। শুধু তাই নয়, চোখেরও ব্যবচ্ছেদ কন্দেরন হেরোফাইলোস। একে কে বুঝিয়ে দেন তারারন্ধ্র, কনীনিকা, আচ্ছাদপটল, নেত্রবর্ত্মকল্যা, স্ফেরা বা কোরোয়েড, অ্যাকোয়াস ইউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার-এর মতো চোখের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের অবস্থানও তাদের কার্যাবলীকে। অবশ্য মাথার করোটির গঠন সম্পর্কে লিখতে আমাদের মাথায় ব্রহ্মতালু সম্পর্কে হেরোফাইলোস লিখে ফেলেন—সেই অংশটিতেই (ক্যালামাস স্ক্রিপ্টোরিয়াস) নাকি অধিষ্ঠিত থাকে আমাদের প্রাণশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি। সম্ভবত আমাদের গুরুমস্তিস্কের (সেরিব্রাম) চিন্তা ও সংবেদন উদ্রেককারী অংশ-পনস (যোজক) এবং হিপ্পোক্যাম্পাস -এর দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছিল হেরোফাইলোসের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি। সাস্নু এবং রক্তবাহ নালীর মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন তিনি। চেষ্টীয় এবং সংবেদক স্নায়ুর মধ্যেও গঠনগত পার্থক্য দেখিয়েছিলেন হেরোফাইলোস। তবে তিনি মনে করতেন, এক অদৃশ্য প্রাণশক্তি বা নিউমা-র দ্বারা পরিচালিত হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। এই প্রাণশক্তিই রক্ত চলাচল করায় ধমনীতে। তবে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বাইরে গিয়ে হেরোফাইলোস বলে ফেলেছিলেন, আমাদের শরীরে পিত্ত, পিত্তরস, শ্লেষ্মা এবং রক্তের মধ্যে যে কোনো একটির আধিক্য হয়ে নিউমাকে মস্তিস্কে পৌঁছতে বাধা দেয়, তখনই নাকি বিভিনন 'ব্যাথিখরশরে' শরীর জর্জরিত হয় আমাদের।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং উপসর্গের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ, সর্বপ্রথম হেরোফাইলাসই করেছিলেন। মানব করোটির সঙ্গে সাইনাসের গর্তের সংযোগস্থলটির নামকরণ হয়েছে তাঁরই নামে 'টর্কুলার হেরোফিলাই। হেরোফাইলোসের জনই জিওডিনাম বা ক্ষুদ্রান্তের অংশ, যকৃ অিগ্ন্যাশয়, খাদ্যনালী, স্ত্রী জাননাঙ্গ এবং অন্ডকোষের বৈজ্ঞিানিক নামকরণ করা সম্ভবপর হয়েছে। ডিম্বানু বা ওভাম-এর আবিষ্কারক রূপেও খ্যাত অ্যানাটমির এই জন্মদাতা। নারীদেহের প্রস্টেট গ্রন্থিরও আবিষ্কার হয় হেরোফাইলোসেরই কল্যাণে। বর্তমানে অতিমারি জর্জরিত বিশ্বে সুস্বাস্থ্য, পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি যখন আমাদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখন অবশ্যই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হেরোফাইলোসের মুখনিঃসৃত সেই অমোঘ উক্তিটি ---আমাদের শরীরে স্বাস্থ্য যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে জ্ঞানের ও সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটতে পারে না, ইহজগতের সমস্ত অর্জিত সম্পদ বৃথা যায়, যুক্তিবাদও হয়ে পড়ে অসাড়। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

**সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।**

তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির নেতৃত্ব রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

# দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার বিষয় নিয়ে মাথা ব্যাথা করতে নারাজ দিলীপ ঘোষ

খড়গপুরে, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপির অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বিধায়ক থেকে জেলার শীর্ষ নেতাদের লেফট করে যাওয়াকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি সর্বভারতীয় সহ---সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার তিনি বলেন, প্রত্যেকদিন কতজন গ্রুপ থেকে চলে যায়, কতজন ঢোকে। এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। গ্রুপ ছাড়াটা কোনও খবর হতে পারে না।

উল্লেখ্য, বিজেপির একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। সাংসদদের গ্রুপ, বিধায়কদের গ্রুপ, জেলা সভাপতিদের গ্রুপ---সহ আরও একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। যা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। সায়ন্তন বসু থেকে গ্রুপ ছাড়া শুরু হয়। তারপর একে একে অশোক কীর্তনিয়া, মুকুটমণি অধিকারী, সুব্রত ঠাকুর, অসীম সরকার এবং অম্বিকা রায়এই বিজেপি বিধায়করাও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে লেফট করেছেন নিজেদেরকে। শীলভদ্র দত্ত এবং রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ও রয়েছেন।

রবিবার খড়গপুরে চা---চক্রে হাজির হয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ---সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখানে তাকে এবিষয়ে জানাতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'প্রত্যেকদিন কতজন গ্রুপ থেকে চলে যায়, কতজন ঢোকে। এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। গ্রুপ ছাড়াটা কোনও খবর হতে পারে না। কত লোক প্রতিদিন কত গ্রুপে ঢুকেছে, কত গ্রুপ থেকে বেরচ্ছে। পার্টির ব্যাপারে সবাই একমত হবে না। পার্টির ব্যাপারে কারও কিছু বলার থাকলে সেটা ঠিক জায়গায় বলা উচিত। পার্টির ভিতরে।'

# অসম সরকারকে হারিয়ে সিঙ্গল ইঞ্জিনের কেরালা শিল্পোন্নয়নে নয়া ইতিহাস গড়তে চলেছে : জাকরু

শিলচর (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের নাগরিক হিসেবে আত্মগ্লানি-র ভাবনা না করে নির্দ্বিধায় বলতে হবে, অসমের ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে অনেক পেছনে ফেলে কেরালা-র সিঙ্গল ইঞ্জিনের সরকার শিল্পায়নে নয়া ইতিহাস গড়তে চলেছে। আগামী ১ জানুয়ারি হিন্দুস্তান কাগজ কল নিগমের কেরালায় অবস্থিত দুটি কাগজ কল পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করতে চলেছে কেরালায়। এ ব্যাপারে অসম সরকারের উদাসীনতাকে দায়ী করে কথাগুলো উদ্বেগের সঙ্গে বলেন কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কল কর্মচারী সংস্থা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি রিকগনাইজড ইউনিয়ন (জাকরু)-এর সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক আনন্দ বরদলৈ।

তাঁরা এই তথ্য দিয়ে আরও জানান, কেরালা সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী ১ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে কেরালা-র মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বাণিজ্য ভিত্তিক উৎপাদন শুরু করে শিল্পায়নের নয়া অধ্যায়ের সূচনা করবেন। আর এদিকে ডাবল ইঞ্জিনের অসম সরকার আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও চিন, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া থেকে কাগজ আমদানি করে দেশের চাহিদা মেটাচ্ছে। এভাবে স্বদেশি শিল্প ধ্বংস করে বিদেশি শিল্পের উন্নয়ন ও আত্মনির্ভর চিন, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া গড়তে সহযোগিতা করছেন।

তাঁরা বলেন, অসমের কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কল দুটি বন্ধ করে রাখার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ লক্ষ কর্মী কর্মহীন হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছেন। আর অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবসমাজ কর্মহীন হয়ে দিশেহারা। অথচ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় শিল্প উৎপাদনক্ষম করা হলে যুবসমাজের বেকারত্ব অনেকটাই লাঘব হতে পারে। একই সঙ্গে অসমের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু, কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য যেখানে কেরালা সরকার শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দিচ্ছে, সেখানে অসম সরকার দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী, না-হয় অসমর্থ।

মানবেন্দ্র চক্রবর্তী এবং আনন্দ বরদলৈ জানান, কয়েকদিন আগে অসম সরকার আয়োজিত 'নিয়োগ মেলা'য় রাজ্যের বেকার সমস্যার বীভৎস চেহারা ফুটে উঠেছে। অসমের কাগজ কল দুটি বন্ধ করার ফলে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ যুবসমাজ কর্মসংস্থান হারিয়েছেন, অন্যদিকে বিগত ৫৯ মাস থেকে বেতন বন্ধ করে রাখায় অনাহারে, অর্ধাহারে, চিকিৎসার অভাবে এ যাবৎ ৯৮ জন শ্রমিক / কর্মচারী অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কল কর্মচারী সংস্থা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি রিকোগনাইজড ইউনিয়ন বিশ্বাস করে, অসমের ডাবল ইঞ্জিন সরকার অসমর্থ নয়। কিন্তু সদিচ্ছার অভাবেই আজ এই জটিল পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে হচ্ছে। জাকরু আস্থা রাখছে, বর্তমান সরকার ও কর্মক্ষম মুখ্যমন্ত্রী-র প্রতিশ্রুতিতে আশাবাদী শ্রমিক / কর্মচারী। তাঁদের বিশ্বাস, ন্যায্য পাওনা অতি শীঘ্র মিটিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকা বাকিদের প্রাণ রক্ষা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। অসমের সম্মানিত নাগরিকগণ নিশ্চয়ই আশাবাদী, অসমের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন আর যুবপ্রজন্মের কর্মসংস্থান সুরক্ষিত করতে দুটি কাগজ কল পুনরুজ্জীবিত করে কেরালা সরকারের সিঙ্গল ইঞ্জিন থেকেও দ্রুতগতিতে উন্নয়নের জোয়ার আনতে সমর্থ হবে। নতুবা অসম সরকারকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কল কর্মচারী সংস্থা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি রিকোগনাইজড ইউনিয়নের সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক আনন্দ বরদলৈ।

# অসম ত্রিপুরা সীমান্তে শুকনো গাঁজা সহ আটক এক যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর ।।** আবারো রাজ্য পেরিয়ে অসমে পাচারের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে শুকনো গাঁজা সহ আটক এক ছাই। অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের রুটিন তল্লাশিতে সীমা ট্রেভেলসের যাত্রীবাহী নৈশ বাস থেকে দুই কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে অসম পুলিশ।সাথে আটক করা হয় তমাল বনিক নামের কল্যাণপুরের এক ছাইকে।অসম পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল গাঁজা সহ ধৃত ছাইকে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শনিবার রাত আটটা নাগাদ সীমা ট্রেভেলসের যাত্রীবাহী একটি নৈশ বাস ত্রিপুরা পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করলে অসমের করিমগঞ্জ জেলার চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ উক্ত নৈশ্য বাসে তল্লাশি চালায়।তল্লাশি চালিয়ে বাস থেকে মালিকবিহীন একটি পিঠ ব্যাগের ভেতর থেকে এক প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় অসম পুলিশ।সাথে আটক করা হয় গাড়ির কন্টেকটার রুপি এক ছাইকে।ধৃত ছাইয়ের নাম তমাল বনিক পিতা মৃত সুদর্শন বণিক।বাড়ি খোয়াই এর কল্যাণপুর থানা এলাকায়।অসম পুলিশে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ছাই জানায়,কোন এক প্যাসেঞ্জার গাড়িতে এই পিঠ ব্যাগটি রেখে চলে গেছে। এদিকে অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, উদ্ধারকৃত ব্যাগ থেকে দুই কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। তাছাড়া গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে গৌহাটির উদ্দ্যেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলেও জানান ইনচার্জ।বর্তমানে উদ্ধারকৃত গাঁজা ও ছাই অসম পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পাশাপাশি অসম পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।আগামীকাল গাঁজা সহ ধৃত ছাইকে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান ইনচার্জ মিন্টু শীল।তবে পূর্বের ন্যায় এবারও রাজ্যের এতগুলো থানা টপকে অসমে প্রবেশের পথে অসম পুলিশ গাঁজা সহ এক ছাইকে আটক করতে সক্ষম হলেও রাজ্য পুলিশ বাবুরা যে কতখানি তৎপর তা আবারো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো অসম পুলিশ।

# ১লা জানুয়ারি 'আমার ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা'

**আগরতলা,২৬ ডিসেম্বর ।।** হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার বার্ষিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক অনুষ্ঠান''আমার ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা'' নবম বর্ষে আগামী এক জানুয়ারি সন্ধ্যে পাঁচটায় আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল দশটা থেকে শুরু হবে মহিলাদের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা (সি এম ই)। সি এম ই-তে আলোচনা করবেন কোলকাতার বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা মধূছন্দা কর, বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট ডা শর্মিলা টুকরাল, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা সুপ্রদীপ কুন্ডু, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা কৃষ্ণা বসু রায় ও ডা জ্যেতির্ময় পাল। আলোচনা করবেন রাজ্যের বিশিষ্ট চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা মুকুট রায়, ডা জে এল বৈদ্য, ডা সোমা সাহা, ডা অপরাজিতা পাল। সন্ধ্যে পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা। উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও নারী ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি প্রতীমা ভৌমিক। সন্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পদ্মশ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা করবেন কোলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক অতিথিগন। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ''ডক্টর অব দ্য ইয়ার'' এওয়ার্ড প্রদান করা হবে। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত হবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠান হবে রাজ্য সরকারের কোভিড বিধি অনুসরণ করে।

# প্রয়াত দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধা নোবেলজয়ী ডেসমন্ড টুটু

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধা নোবেলজয়ী ডেসমন্ড টুটু। রবিবার সকালে প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি বিশ্বে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নেলসন ম্যান্ডেলার সমসাময়িক দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের এই পুরোধা ১৯৮৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাপোসা রবিবার এক বিবৃতিতে ডেসমন্ড টুটুর মৃত্যুর খবর দেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

সিরিল রামাফোসা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'টুটু এক অসামান্য ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হল। তাঁর মৃত্যু আমাদের গোটা জাতির কাছে শোকের দিন। আফ্রিকানদের একটি প্রজন্মের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বাধীন করতে যারা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে টুটু অন্যতম।' ১৯৪৮ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সরকাররের বৈষম্যে নীতির বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডেসমন্ড। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্বাধীনতা যোদ্ধা। ৭ অক্টোবর টুটুকে শেষবার প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল। ওই দিন তিনি ৯০ বছরে পা দেন। তারপর থেকে নিজেকে গৃহবন্দি করে রাখেন নোবেলজয়ী। এরই মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রবিবার সকালে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯৩১ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের ক্লের্কড্রপে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। লন্ডনের কিংস কলেজে পড়াশুনো করেন ডেসমন্ড। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন তিনি। সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বর্ণবৈষম্য প্রথা বিলুপ্তিকরণে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। ১৯৮৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ডেসমন্ড টুটু।

বিদ্রোহ নয়, 'ভুল করে' গ্রুপত্যাগ,

# দাবি কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়ের

রানাঘাট, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভুলবশত তিনি গ্রুপ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে রবিবার প্রসঙ্গে নদিয়ার কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়। অম্বিকা রায় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে যেভাবে রাজনীতি জোড়া হচ্ছে, তা ঠিক নয়। ভুলবশত তিনি গ্রুপ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, বিজেপির একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। সাংসদদের গ্রুপ, বিধায়কদের গ্রুপ, জেলা সভাপতিদের গ্রুপ---সহ আরও একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। যা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। সায়ন্তন বসু থেকে গ্রুপ ছাড়া শুরু হয়। তারপর একে একে অশোক কীর্তনিয়া, মুকুটমণি অধিকারী, সুব্রত ঠাকুর, অসীম সরকার এবং অম্বিকা রায়এই বিজেপি বিধায়করাও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে লেফট করেছেন নিজেদেরকে। শীলভদ্র দত্ত এবং রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ও রয়েছেন। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। যা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে।তবে বিজেপি নেতারা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে নারাজ। এরই মধ্যে অম্বিকা রায় বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে যেভাবে রাজনীতি জোড়া হচ্ছে, তা ঠিক নয়। ভুলবশত তিনি গ্রুপ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

# নিম্ন মানের পাথর ব্যবহার করে কাঞ্চনপুর-ভাংমুন জাতীয় সড়ক

## অভিযোগ নির্মাণ সংস্থা আর এস বির বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর ।।** -নিম্ন মানের পাথর ব্যবহার করে ত্রিপুরা মিজোরাম সংযোগী এন এইচ ৪৪ এ সড়ক নির্মাণের অভিযোগ উঠলো আর এস বি নামক নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে।কাঞ্চনপুর থেকে ভাংমুন পর্যন্ত কুড়ি কিলোমিটার অরুনাচল প্রদেশের নিম্ন মানের পাথর ব্যবহার করে চলছে জাতীয় সড়কের কাজ।দাবি উঠছে সুষ্ঠ তদন্তের।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ,কেন্দ্র সরকারের অনুমোদনে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের লংতরাই ভ্যালি মহকুমার মনু থেকে মিজোরাম সংযোগী ভায়া ছৈলেংটা হয়ে কাঞ্চনপুর, ভাংমুন বিকল্প জাতীয় সড়ক ৪৪ এ তৈরির বরাত পায় এন এইচ আই ডি সি এল।এন এইচ আই ডি সি এল সংস্থাটি কাঞ্চনপুর থেকে ভাংমুন পর্যন্ত প্রায় কুড়ি কিলোমিটার কাজের বরাত দেয় রাজস্থানের আর এস বি(রাজেন্দ্র সিং বাহম্ব নামক নির্মাণ সংস্থাকে।দুইশো পঁচিশ কোটির অধিক অর্থ রাশির কাজের বরাত পেয়ে নির্মাণ সংস্থা আর এস বি গত বছরের জুলাই মাসের কুড়ি তারিখ কাজে হাত লাগায়। কিন্তু কাজ শুরুর পর কাঞ্চনপুর-ভাংমুনের উঁচু উঁচু পাহাড় কাটতে গিয়ে বড় বড় পাথর বেরিয়ে আসলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে পড়ে উক্ত নির্মাণ সংস্থাটির।তারপর জম্পুই এলাকায় একটি অস্থায়ী পাথর ভাঙার ক্রেশার মেশিন বসিয়ে বড় বড় পাথর গুলি ভাঙ্গা হয়। পরবর্তীতে ত্রিপুরা সরকারের বন দপ্তরের প্রাকৃতিক অপরিপক্ক পাথর দিয়ে উক্ত কুড়ি কিলোমিটারে কাজ শুরু করে আর এস বি নামক নির্মাণ সংস্থা। কিছুদিন ত্রিপুরা সরকার অনুমোদিত ছাড়াই সরকারি অপরিপক্ক পাথর দিয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণের পর ঘটনাটি উত্তর জেলা বন দপ্তরের নজরে আসে।এরপর কাঞ্চনপুর বন দপ্তরের উদ্যোগে উক্ত নির্মাণ সংস্থার পাথর ভাঙার ক্রেশার মেশিন বন্ধ করে দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের পাথর গুলি বাজেয়াপ্ত করে বন দপ্তর।কিন্তু পরবর্তীতে নির্মাণ সংস্থা আর এস বি অধিক মুনাফার লোভে তাদের পদ্ধতি বদল করে কাঞ্চনপুর টু ভাংমুন জাতীয় সড়কে মেঘালয়ের পরিপুষ্ট পাথর ব্যবহার না করে অরুনাচল প্রদেশ থেকে অতি নিম্ন মানের পাথর এনে পুনরায় কাজ শুরু করে।জানা গেছে ইতি মধ্যে নির্মাণ সংস্থা ট্রেন যোগে দুই রেক পাথর অরুনাচল প্রদেশ থেকে রাজ্যে ঢুকিয়ে কাজ শুরু করেছে। উক্ত জাতীয় সড়কের কাজে ব্যবহৃত পাথরের গুনগতমান এতটা খারাপ যে, যেকোনো মানুষ হাতের মুঠোয় নিয়ে পাথর অনায়াসে গুঁড়ো করে দিতে পারবে বলে অভিযোগ। অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন অরুনাচল প্রদেশের নিম্ন মানের পাথর দিয়ে এতবড় জাতীয় সড়কের কাজ হলে নির্মানের কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত সড়কটি ধ্বংস হয়ে যাবে।অধিক মুনাফার আশায় আর এস বি নামক নির্মাণ সংস্থা নিম্নমানের পাথর দিয়ে জাতীয় সড়কের কাজ করছে।তবে নির্মাণ সংস্থার রক্ত চোখের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও কান পাতলেই নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগের কথা শুনা যাচ্ছে।কেন্দ্রের মোদী সরকার দুহাত উজাড় করে প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।আর সর্বপ্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে অনান্য রাজ্য গুলির সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যে ঢালাওভাবে জাতীয় সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।কিন্তু কতিপয় কিছু নির্মাণ সংস্থা তাদের ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বদনাম করছে।যার খেসারত পোহাতে হবে রাজ্য বাসীকে।তাই দাবি উঠছে সুষ্ঠ তদন্তের।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বেনুবন বিহার -এর কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব।

# ছাগলে অরুচি ! ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে কুলতলীর বাঘ

সুন্দরবন, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ছাগলের টোপ দিয়েও বাঘ খাঁচাবন্দি হল না কুলতলির বাঘ। টানা চারদিন ধরে এক ম্যানগ্রোভ জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রবিবার তার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে মধুখালি এলাকায়। অর্থাৎ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে এই বাঘ! তবে কোন অবস্থাতেই তাকে খাঁচাবন্দি করতে পারছে না বন দফতর।

বন দফতরের পক্ষ থেকে দুটি খাঁচা পাতা হলেও তাতে ধরা সে দিল না। কুলতলি কেল্লার জঙ্গল থেকে রবিবার আবার মধুখালি এলাকায় অর্থাৎ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে এই বাঘ। বনকর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, দিকভ্রষ্ট হয়েছে বাঘটি। গভীর জঙ্গলে ফিরে যেতে চাইছে। তাই এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্যটকদের সুরক্ষায় কুলতলি কেল্লা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। শীতের মরশুমে এখানে পিকনিক করতে আসেন পর্যটকরা। বাঘের আতঙ্কে সেই কেল্লায় আপাতত পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বর্ষশেষের মুখে কেল্লা বন্ধ করে দেওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। যাকে ঘিরে এত আতঙ্ক, তাকে অবশ্য এলাকায় দেখা যায়নি। কিন্তু এক জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে কুলতলির বাসিন্দাদের বদ্ধমূল ধারণা, লোকালয়ের আশপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে বাঘ। সেই থেকে দক্ষিণরায়ের আতঙ্কে ভয়ে কাঁটা কুলতলির মানুষ। খবর পেয়েই বাঘ ধরতে জাল বিছিয়েছেন বন দফতরের কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার গরানকাঠি ৫ নম্বর এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের ছাপ দেখতে পান দুই মৎস্যজীবী। বন দফতরকে খবর দেন তাঁরা। বন দফতরের কর্মীরা এসে জাল দিয়ে মাতলা নদী লাগোয়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘিরে দেন। টোপ দিয়ে বাঘ ধরতে পাতা হয় তিনটি খাঁচাও। তারপর শনিবার সকালে বাঘের গতিবিধি দেখতে বেরন কর্মীরা। মাতলা নদী থেকে পিয়ালি নদীর দিকে এগোতেই দেখা মেলে বাঘের পায়ের ছাপ। পিয়ালি নদীর ধার ধরেই বনকর্মীরা পৌঁছন কেল্লায়।

বনকর্মীরা নিশ্চিত ছিলেন কেল্লার কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে বাঘটি। তার পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনকর্মীরা বাঘের গর্জনও শুনতে পান। এক বনকর্মী জানিয়েছেন, কেল্লার কাছে পিয়ালি নদীর ধারে যেতেই বাঘের গর্জন শোনা গিয়েছে। কুলতলি থানার পক্ষ থেকেও কেল্লা এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয়। বাঘ না ধরা পর্যন্ত এলাকার কোনও বাসিন্দাকে নদীর চরে যেতে বারণ করে দিয়েছে পুলিশ।

কেল্লা এলাকায় গতকাল যেখানে জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছিল, সেই জাল খুলে ফেলে আবার নতুন জায়গায় জাল পাতা শুরু করল বন দফতর। এখন দেখার কখন এই বাঘ খাঁচাবন্দি হয়।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## ওজন নিয়ন্ত্রণে এই সালাদ

স্বাস্থ্য নিয়ে বা ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকই এখন বেশ সচেতন। দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কৌশল হয়ে উঠেছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে বের করেছেন বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মেডিটেরিয়ান, কিটো ডায়েট।

অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন ডায়েট চার্টে বয়স, ওজন, শারীরিক অবস্থাভেদে। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যে ডায়েট তালিকাই মেনে চলুন না কেন। তবে সালাদ হলো ডায়েট চার্টের অন্যতম খাবার। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজির সালাদ খেয়ে থাকে। খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর সালাদ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

পুষ্টিকর সালাদ আপনার দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালরি সবকিছুর ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। অনেক পুষ্টিবিদদের মতে, সালাদ প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরে ১৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফাইবারের চাহিদা পূরণ করে।

আপনি যদি পুষ্টিকর সালাদ খেতে চান, তাহল টমেটোর সঙ্গে কিছু বাদাম ও ভিনেগার যুক্ত করতে পারেন। এ সালাদ আপনাকে ৩০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। পাস্তার সালাদ অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু পাস্তা দিয়ে তৈরি সালাদ আপনার ওজন হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি যোগানের সহায়তা করবে। স্ট্রবেরি ও পাস্তার সমন্বয়ে তৈরি করুন সালাদ। সঙ্গে যোগ করুন অলিভ অয়েল। এ সালাদ থেকে আপনি ৪০২ ক্যালরি, ১৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৭ গ্রাম ফাইবার পেতে পারেন।

পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টিকুমড়া, গাজর ও আদার সমন্বয়ে তৈরি সালাদ। মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এ তিন উপাদানের সালাদ প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাদ মানেই যে শুধু সবজির উপস্থিতি থাকবে, এমনটা ভুল।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাংসের উপস্থিতি থাকা দরকার। সালাদে চিকেন কিংবা গরুর মাংস আপনার ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করবে। প্রোটিনের চাহিদা আরো বাড়াতে চাইলে এর সঙ্গে যোগ করুন ডিম। হার্টের সুস্থতার জন্য সালাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অলিভ অয়েল।

আবার আপনি চাইলে চিকেন ব্রেস্ট, ব্ল্যাক বিন, কর্ন, টমেটো, পেঁয়াজ একসঙ্গে করে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। এই সালাদ আপনাকে ৩০০ ক্যালরি ও ৩৪ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করবে। চিকেন দিয়ে আরেক ধরনের সালাদ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন চিকেন ব্রেস্ট, টমেটো, শসা ও পেঁয়াজের মিশ্রণে তৈরি করুন। এর সঙ্গে অবশ্যই পিপার যোগ করতে যেন ভুলবেন না। পিপারের কারণে সালাদটি খেতে সুস্বাদু লাগবে।

আমরা অনেকেই চিংড়ি খেতে পছন্দ করি। আর চিংড়ি দিয়ে তৈরি সালাদ কিন্তু খেতে দারুণ। এ সালাদ তৈরির আগে অবশ্যই চিংড়ি সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর লবণের স্বাদ আনতে পনির আর মিষ্টিভাব আনতে একটুখানি যোগ করতে পারেন কমলা। এ সালাদ আপনাকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। যারা এখনো এসব সালাদের কথা জানেন না, তারা আজ থেকেই ডায়েট চার্টে যুক্ত করতে পারেন ভিন্নধর্মী উপাদানে এসব সালাদ। হাতের নাগালেই আপনি এসব উপাদান পেয়ে যাবেন।

## বিদেশি ফল রাম্বুটান, পুষ্টিগুণে অফুরান

যেসব বিদেশি ফুল এ দেশে সফলভাবে চাষ হচ্ছে এবং লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তার মধ্যে রাম্বুটান অন্যতম। এ ফল অনেকটা লিচুর মতো, তবে লিচুর চেয়ে আকারে বড়, ডিম্বাকৃতি, কিছুটা চ্যাম্পা। পাকা ফল উজ্জ্বল লাল, কমলা বা হলুদ আকর্ষণীয় রঙের হয়ে থাকে। ফলের পুরু খোসার উপরিভাগ কদম ফুলের মতো শত শত চুল দিয়ে আকৃতি। মালয়েশিয়ার ভাষায় রাম্বুটানের অর্থ চুল। একই কারণে এ ফল চুল বা দাড়ি বিশিষ্ট লিচু বলে অনেকের নিকট পরিচিত। রাম্বুটান লিচুর মতোই চিরহরিত, মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট লম্বা গাছ। বর্ষাকালে ফল পাকে।

উৎস ও বিস্তার : মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এ ফলের আদি নিবাস। থাইল্যান্ডে, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইনস, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, ও শ্রীলঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে রাম্বুটান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ সব দেশ থেকে অনুরূপ আবহাওয়াবিশিষ্ট দেশে বা দেশের অংশ বিশেষে এ ফলের বিস্তার আরম্ভ হয়। শীতের তীব্রতা কম এমন দেশে যেমন ভারত ও বাংলাদেশের এমন কিছু অংশেও এ ফলের বিস্তার ও চাষ জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

জলবায়ু : ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল রাম্বুটান চাষের জন্য উপযোগী। এ ফলগাছের শীতের তীব্রতা সহ শক্তি নেই। শীতকালে তাপমাত্রা ১০০ সেলসিয়াসের নিচে নেমে ৫-৭ দিন বিরাজ করলে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এ ফল সম্প্রসারণ সম্ভাবনা বিরাজ করছে। রাঙ্গামাটি জেলায় কিছুসংখ্যক রামম্বুটানগাছ ২০-৪০ বছর ধরে ফল দিচ্ছে। নেত্রকোনা জেলার কিছুসংখ্যক চাষি প্রায় ২০ বছর ধরে রাম্বুটান ফল উৎপাদন বিপণন করে বেশ লাভবান হচ্ছে। এছাড়া নরসিংদী জেলায় শিবপুর উপজেলার কয়েকজন রাম্বুটান চাষির সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তদাঞ্চলে লটকন চাষের পাশাপাশি রাম্বুটান চাষে অনেকেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

পুষ্টিগুণ : রাম্বুটান এবং ঔষধিগুণসম্পন্ন ফল। এ ফলের প্রচুর আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং ক্যালোরি রয়েছে। এন্টিঅক্সিডেন্টাল ও গুণসমৃদ্ধ ফ্যাট-ফ্রি এ ফলে সব ধররে ভিটামিন ও মিনারেলস রয়েছে।

মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে এ ফল চাষ করা যায়। তবে জল সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি এ ফল চাষে বেশি উপযোগী। মাটি শক্ত, কাঁকরময় বা বেশি এঁটেল হলে গাছ রোপণের জন্য মাদা তৈরি কালে ৫-৭ ফুট চওড়া ও গভীর করে মাটি সরিয়ে তৈরি গর্ত উপযোগী পটিং মিডিয়া দিয়ে ভরাট করে এ ফলগাছ রোপণ করা ফলে চাষে বেশি সফলতা পাওয়া যায়। রাম্বুটান চাষের জন্য মাটির পি-এইচ মাত্রা ৫.৫-৬.৫ হলে ভালো হয়।

বংশবিস্তার : প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা দিয়ে রাম্বুটান ফল চাষ করা হয়। পাকা ফলের বীজ বের করে তা তাজা অবস্থায় চারা তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৫-৭ দিনের বেশি থাকে না। এ জন্য বীজ সংগ্রহের পর পরই বীজবপনের প্রয়োজন হয়। বীজ বসানোর জন্য উপযোগী পটিং মিডিয়া তৈরি করে নেয়া জরুরি। মিডিয়া তৈরির জন্য মোটা বালু (সিলেট স্যান্ড)- ২৫ শতাংশ, নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া (কোকোডাস্ট)- ২৫ শতাংশ, লতাপাতা বা আর্বজনা পচা জৈব সার - ২৫ শতাংশ, এবং ভিটে মাটি (নার্সারির কাজে ব্যবহার উপযোগী মাটি)- ২৫ শতাংশ। এগুলো একত্রে মিশিয়ে ছিদ্র বিশিষ্ট মাটির টবে মিশ্রণ দিয়ে ভরাট করে তার ওপর বীজ বসাতে হয়। বীজের চওড়া ভাগ নিচে রাখতে হবে এবং বীজ বসানোর পর উপরিভাগ সামান্য মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। অঙ্কুরিত বীজ পিঁপড়া খেয়ে নষ্ট করতে যেন না পারে এ জন্য কীটনাশক ব্যবহার বা অন্য উপায়ে গজানো বীজকে নিরাপদে রাখতে হবে। টবের মাটি যেন শুকিয়ে না যায় এ জন মাঝে মাএঝ জল স্প্রে করে হালকাভাবে মাটি ভেজাতে হবে। মাটি সব সময় হালকা ভেজা অবস্থায় থাকবে, প্রয়োজনের বেশি জল দেয়া উচিত হবে না। বীজ বসানোর ১০-২০ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হবে, চারা গজানো শুরু করবে।

চারা/কলম সংরক্ষণ : চারার বয়স ৬ মাস হলে গাছের গোড়া ছেড়ে টবের কিনারে গভীর নালা করে ইউরিয়া-২০ গ্রাম, টিএসপি-৫০ গ্রাম এবং পটাশ ৩০ গ্রাম হারে তিন মাসের ব্যবধানে আরো দু'বার এ সারের পরিমাণ দ্বিগুণ হারে বাড়িয়ে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। চারার বয়স এক বছর হলে অপেক্ষাকৃত বড় টবে নতুনভাবে পটিং মিডিয়া দিয়ে ও অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ জৈব সার/কম্পোস্ট এবং একেকটা গাছের জন্য ২৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া মিশিয়ে রিপটিং করতে হবে। সংরক্ষিত চারা আধা ছায়ায় রেখে ১.৫-২ বছরের বয়স্ক বড় চারা জমিতে রোপণের জন্য উপযোগী হয়। এক বছর বয়স্ক চারায় বাডিং, সাইড গ্রাফটিং অথবা জোড় কলম পদ্ধতি অবলম্বনে কলম করা চারা রোপণ করার প্রচলন এখন বাড়ছে।

গাছের লিঙ্গ : চারা থেকে প্রাপ্ত গাছ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এতে পুরুষ, স্ত্রী ও উভয়লিঙ্গিক গাছের জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ বীজরে চারায় অনেকটা পেঁপে গাছের মতো ভিন্নতর লিঙ্গের গাছ পাওয়া যায়। পুরুষ গাছ হলে তাতে ফল ধরে না, তবে তা স্ত্রী গাছে পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ধরতে সহায়ক হয়। চারার গাছে মাতৃ গুণাগুণ বজায় থাকে না। ফল ধরতে ৫-৬ বছর সময় লেগে যায়. বর্তমানে কলম করা গাছ আমদানি করে কিছু সংখ্যক নার্সারিম্যান পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে উভয়লিঙ্গিক রাম্বুটান কলম করা গাছ বিপণন করছে।

চারা/কলম রোপণ : রাম্বুটান ফল গাছ প্রধানত : ৩০-৩৫ ফুট দূরত্বে রোপণ করা হয়। গাছ রোপণের আগে 'লে-আউট' প্ল্যান তৈরি করে নির্ধারিত স্থানে গাছে রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করে নেয়া দরকার। সাধারণ অবস্থায় গাছ রোপণের জন্য গর্তের মাপ হবে ৩-৪ ফুট চওড়া ও গভীর। সে সব মিশ্রণ দিয়ে তৈরিকৃত গর্ত ভরাট করতে হবে তা হলো- মোটা বালু (সিলেট স্যান্ড) ১৫শতাংশ, ৩নং গ্রেডের ইটের মার্বেল সাইজের ছোট খোয়া ১৫ শতাংশ, নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া (কোকাডাস্ট) ১৫ শতাংশ, উর্বর মাটি (ভিটে মাটি) ২৫শতাংশ, পচা গোবর/আর্বজনা পচা ৩০ শতাংশ। সবগুলো একত্রে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১৫ দিন রেখে দেয়ার পর গাছ রোপণের জন্য উপযোগী হবে।

জল সেচ ও নিষ্কাশন : গাছের গোড়ায় জল জমে থাকা এবং মাটিতে রসের অভাব উভয়ই রাম্বুটান গাছের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য বাগানের দু'সারি গাছের মধ্য ভাগে র্২-২.র্৫ চাওড়া ও গভীর করে নালার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায় বাগানে জল জমা রোধ হবে। শুকনা মৌসুমে অবশ্যই ৮-১০ দিনের ব্যবধানে গাছের গোড়ায় চারিধারের মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে প্রয়োজনীয় রসের অভাব দূর করতে হবে। শুকনা মৌসুমে গাছের গোড়া থেকে ৩-৪ ইঞ্চি ছেড়ে প্রায় ৩ ফুট দূর পর্যন্ত শুকনা খড়কুটো, কচুরিপানা অথবা লতা-পাতা দিয়ে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

ছায়ার ব্যবস্থা : গাছ রোপণের প্রথম তিন বছর খরা মৌসুমে রোদের তাপ সহ্য ক্ষমতা রাম্বুটান গাছের কম। এ জন্য গাছের ১.৫-২ ফুট গোড়া ছেড়ে ৫-৬ ফুট উচ্চতায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চট বা ছালার বেড়া দেয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে গাছকে আধা ছায়াদানের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ ব্যবস্থায় রোদের তাপে পাতা পুড়ে/জ্বলে যাওয়া রোধ হয়। গাছের গোড়া ছেড়ে কয়েকটা ধৈঞ্চা, বকফুল, অড়হড় গাছ লাগিয়েও আধা-ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়।

পরিচর্যা : গাছ যেন চারধারে বেশি ডাল ছড়ায় এ জন্য গাছ লম্বায় র্৩-র্৪ উঁচু হলেই আগা কেটে প্রথম ৩-৪টা শাখা তৈরি করে নিয়ে গাছকে উপরে ও পার্শ্বে বাড়তে না দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এছাড়া ছোটু দুর্বল ডাল মাঝে মাঝে ছেঁটে দিলে গাচের কাঠামো সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠে। বেশি লম্বাব না হয়ে ঝাকড়া গাছে ফল ধরা ও পাড়ার সুবিধা বেশি। এজন্য পরিচর্যা পদ্ধতি অবলম্ববনে সেভাবে গাছের কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ : রাম্বুটান গাছে জৈব উৎস থেকে নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করা ভালো। রাম্বুটান গাছে ফসফরাস সারের চাহিদা অনেক বেশি। বিভিন্ন বয়সী রাম্বুটান গাছে বছরে যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা হলো- সুপারিশকৃত ডোজের ৪০ শতাংশ ভাগ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফুল-ফল ধরার আগে/সময় প্রথমবার প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় গাছের গোড়া কোপানো যাবে না। হালকাভাবে আঁচড়া দিয়ে মাটি আলগা করে সারগুলো গাচের ক্যানোপি বরাবর ছিটিয়ে মালচিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ সার ফল সংগ্রহের পর একইভাবে গাছের গোড়ার চারধারে ছিটিয়ে দিয়ে হালকাভাবে কুপিয়ে তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই জল দিয়ে মাটি ভালোভাবে ভেজাতে হবে।

ফল সংগ্রহ : রাম্বুটান গাছে মার্চ মাসে ফুল ফোটা শুরু হয় এবং এপ্রিল মাসে কচি সবুজ রঙের ফল ধরতে আরম্ভ করে। ফুল ফোটার ৩-৪ মাস পর জুলাই-আগস্ট মাসে ফল থাকে। ফল পুষ্ট হলে সবুজ রঙের ফল হঠাৎ করে লাল, মেরুন রঙে রূপান্তর হতে থাকে। এ অবস্থা শুরু হওয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করতে চায়। লিচু ফল সংগ্রহের মতো এ ফল হাত দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। একটা ফলন্ত বয়স্ক গাছ থেকে বছরে ১৫০-২৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এ ফল বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। ফল পাড়ার ৭ দিনের মধ্যে বিপণন বা আহারের কাজ শেষ করতে হয়। তবে ১০-১২০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হলে সেলফ লাইফ আরও ৮-১০ দিন বাড়ানো যায়। বর্তমানে এ ফলের বাজারমূল্য প্রতিকেজি প্রায় ৪০০-৫০০ টাকা। নরসিংদী এবং নেত্রকোনার রাম্বুটান চাষি ৮-১০ বছর বয়স্ক প্রতি গাছের ফল বিক্রি করে প্রায় ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০/-টাকা আয় করে আসছে। তারা প্রতিটা ফলের বীজ -৫-৭ টাকায় বিক্রি করে। এ লাভজনক ফল চাষে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই রাম্বুটান ফল চাষ সম্প্রসারণে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে এবং এ ফল চাষ সম্প্রসারণ এ দেশে বেগবান হচ্ছে।

## ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেহে পুষ্টির চাহিদাও বদলায়

প্রতিটি ঋতু যেমন শরীরকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে তেমনি সেই প্রভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শরীরের চাহিদা পরিবর্তন হওয়াটাই যৌক্তিক।

'দ্য নিউট্রিশন টুইনস' এবং 'টোয়েন্টিওয়ান-ডে বডি রিবুট'য়ের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাষ্ট্রের যমজ পুষ্টিবিদ বোন ট্যামি লাকাটোস ও ল্যাসি লাকাটোস 'ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "গ্রীষ্মের দিনগুলোতে আমরা লম্বা সময় ঘরের বাইরে থাকি, ত্বকের সরাসরি রোদ লাগে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজও থাকে বেশি। ফলে শরীর সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি'র যোগান পায়। শীতকালে সূর্যের তেজ কম। ফলে শীতকালে ভিটামিন ডি'র যোগানে কমতি দেখা দেয়।"

"পাশাপাশি আমাদের শরীর 'থার্মোরিজেনারেশন'য়ে সক্রিয়। আর এই প্রক্রিয়া হল শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখা। শীতকালে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে বেশি শক্তি খরচ হয়। আর সেই বাড়তি শক্তি যোগাতে চাই বাড়তি খাবার।"

"অপরদিকে গ্রীষ্মকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে অনেক 'ইলেক্ট্রোলাইট' বেরিয়ে যায়, শীতকালে তা হয় না। তাই শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের চাহিদা বেশি থাকে।"

শীতকালে দিন ছোট, রাত বড়। ফলে সতেজ বাতাস এই ঋতুতে মেলে কম। 'দ্য নিউট্রিশন টুইনস'য়ের মতে, "শীতকালে দিনের পরিমাণ কম। আবার ঘরের মধ্যে আলো বাতাস চলাচল যতই ভালো হোক তা বাইরের মতো কখনই হয় না। আর ঘরে অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে আসা হয় বেশি। এই দুইয়ে মিলে জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা শীতকালে বেশি। তাই এই ঋতুতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার খাওয়া দরকার বেশি পরিমাণে।" সংস্থাটি আরও জানায়, "ঘরে থাকলেও 'অভ্যন্তরীণ দূষণ'য়ে শিকার হওয়া আশঙ্কা থাকে। যে কারণে শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই এগুলো থেকে বাঁচতেও শীতকালে চাই বাড়তি সতর্কতা।"

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক পুষ্টিবিদ মিয়া সিন বলেন, "ঋতুর পরির্তনের কারণে মানুষের খাবার খাওয়ার ধরনেও পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে যারা মৌসুমি খাবার খেতে পছন্দ করেন। কাঁচাবাজারে কী পাওয়া যাবে সেটাও মৌসুমি ফসলের সঙ্গে তাল মিলিয়েই বদলায়। শীতকালে শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য শরীর স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া তাগিদ দেয়।" তো শীতকালে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়তে কোন খাবারগুলো বেছে নেবেন? পুষ্টিবিদদের পরামর্শের আলোকে জানানো হল সে সম্পর্কে।

ভিটামিন ডি'র প্রতি মনযোগ দিতে হবে 'দ্য নিউট্রিশন টুইনস'য়ের মতে, "ভিটামিন ডি শরীরে জরুরি। কারণ এটি ছাড়া শরীর ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে না। ক্যালসিয়াম না পেলে হাড় হবে দুর্বল। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার রোগ তো হয়ই, কয়েক ধরনের ক্যান্সার, 'আলৎঝাইমারস', 'অটোইমিউন' রোগ, প্রদাহ ইত্যাদিও দেখা দেয়।"

"ভিটামিন ডি'র যোগান নিশ্চিত করতে বেছে নিতে হবে চর্বিওয়ালা মাছ, ডিম, বৃক্কের মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, কমলার রস, সয়া দুধ, সিরিয়াল ইত্যাদি। এই ভিটামিনের অভাব থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি 'সাপ্লিমেন্ট' নিতে হবে।"

শীতের ত্বকের অস্বস্তি কমাতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড

'দ্য নিউট্রিশন টুইনস'য়ের দাবি, রক্তচাপ ও 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমায় ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। রক্তনালীতে যে 'প্লাক' জমে, সেটাও রোধ করে এই উপাদান। ফলে কমায় 'হার্ট অ্যাটাক' ও 'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি। আর শীতকালে ত্বক খসখসে হয়, চামড়া ওঠে, চুলকায়, প্রচণ্ড শুষ্ক হয় যায় ত্বক। এই সবগুলো অস্বস্তির জন্যই উপকারী ওই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। প্রদাহ রোধ করা, ত্বকের জৈবিক তেলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দতার ভারসাম্য রক্ষা, ত্বকের অস্বস্তি কমানো ও ত্বক নরম করা ইত্যাদি সবই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার উপকারিতার মধ্যে পড়ে।

বিভিন্ন ধরনের মাছ, 'ফ্লাক্সসিড', 'শিয়া সিড', কাঠবাদাম ইত্যাদি ওমেগা থ্রি'র আদর্শ উৎস।

মৌসুমি রোগ দমাতে ভিটামিন সি

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করে ভিটামিন সি।

'দ্য নিউট্রিশন টুইন' বলছে, "ভিটামিন সি মৌসুমি রোগ থেকে সুরক্ষা দেয় কি-না সে ব্যাপারে পরস্পর বিপরীতমুখী মতামতের প্রচলন আছে। তবে এই ভিটামিন যে সর্দি জ্বরের তীব্রতা কমায় এবং অল্প সময়ে সুস্থ করে তোলে একথা প্রমাণীত।"

'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' হিসেবে ভিটামিন সি অত্যন্ত সক্রিয়, যা মুক্তমৌলের ক্ষতি থেকে বাঁচায়। ফলে কোষ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়, প্রদাহের আশঙ্কা কমে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। কমলা, আঙুর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলি, 'ব্রাসেল স্প্রাউট' ইত্যাদি ভিটামিন সি'র উল্লেখযোগ্য উৎস।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আর আঁশ

মিয়া সিন বলছেন, "শীতের আমেজ আর বিভিন্ন উৎসবের মিলিত প্রভাবে এসময়ে মানুষের মাংস এবং ভারি খাবার বেশি খাওয়া হয়। এই খাবারগুলো সুস্বাদু হলেও হঠাৎ এই পরিবর্তন ডেকে আনে হজমের সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য।"

এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে খাদ্যাভ্যাসে থাকতে হবে প্রোটিন ও ভোজ্য আঁশ। আর দুটোই আসতে হবে উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে।

বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি সুপ, ডাল, মটরশুঁটিসহ অন্যান্য সকল সবজিই হতে পারে সুস্বাদু খাবারের পদ।

পর্যাপ্ত পানি

শীতকালে পানি পানের পরিমাণ কমে যায় অনেকটা। তবে এসময় শরীরে আরও বেশি পানি প্রয়োজন। মিয়া সিন বলেন, "গ্রীষ্মে ঘামের সঙ্গে অনেক পানি বেরিয়ে যায়, শীতকালে ঘাম না হলেও শরীর প্রায় একই পরিমাণ পানি হারায়। কারণ এই ঋতুতে আবহাওয়ার আর্দতা কম, মূত্রবিয়োগ হয় বেশি এবং পানির পানের তাগিদ অনুভব হয় না।" "তাই পানি পান করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। যেসব খাবারে পানির মাত্রা বেশি সেগুলো বেশি খেলেও উপকার মিলবে।" ভিটামিন কে-টু মিয়া সিন বলেন, "অনেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে এই ভিটামিন পায় না। হাতেগোনা কয়েকটি খাবারে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন কে-টু পাওয়া যায়। আর থাকে কিছু 'ফার্মেন্টেড' খাবারে।"

কেউ যদি ভিটামিন ডি 'সাপ্লিমেন্ট' নেন, তবে তার সঙ্গে ভিটামিন কে টু'র 'সাপ্লিমেন্ট'ও নেওয়া উচিত। শরীরের ক্যালসিয়ামের সুষম বন্টনের কাজ করে এই ভিটামিন।

## মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয় !

স

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ --- দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, ব াকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি ব াড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে।

সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস রবিবার পালন করা হয় আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব।

## নেই স্থায়ী সভাপতি, গঠন হয়নি শহর কমিটি

# পুরভোটের দামামা বাজতে হিমশিম খাচ্ছে হাইলাকান্দি কংগ্রেস

হাইলাকান্দি (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছন্নছাড়া কংগ্রেস! পুরভোট দরজায় কড়া নাড়লেও ঘর গোছাতে হিমশিম খাচ্ছেন দলীয় নেতারা। সর্বত্র হতাশা। এই চিত্র হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের। গঠন হয়নি শহর ব্লক কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তা মাথায় রেখে পুরবোর্ড নিজেদের কবজায় আনতে শাসক বিজেপি হাড় কাঁপানো শীতেও রীতিমতো ঘাম ঝরাচ্ছে। সেখানে কার্যত উল্টো চিত্র বিরোধী হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের। পুরভোট নিয়ে এ যাবৎ এই দলে নেই উৎসাহ-উদ্দীপনা। সব যেন নিস্তেজ! মূলত, জেলা সভাপতি পদে হাইকমান্ড এখনও কাউকে দায়িত্ব না দেওয়া এবং শহর ব্লক কমিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ না পাওয়া। এই দুটি মুখ্য কারণে এখানকার দলীয় কর্মীদের মধ্যে পুরভোটের উচ্ছ্বাস যেমন নেই তেমনি নেই নেতা-কর্মীদের মুখে হাসি। সর্বত্র যেন হতাশার চেহারা।

হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের তরুণ তুর্কি, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ-ঘনিষ্ঠ শুভঙ্কর ভট্টাচার্যকে বেশ ক''দিন আগে শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। শুভঙ্করকে বলা হয়, তিনি যেন শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে জেলা কমিটির কাছে তালিকা সমঝে দেন। কিন্তু শুভঙ্কর ভট্টাচার্য সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে নানা কসরৎ করেও এ যাবৎ কমিটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেননি।

এদিকে, ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস হাইকমান্ড প্রতিটি জেলায় পুরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে দলের একজন নেতাকে চেয়ারম্যান করে 'পুর নির্বাচন পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করে দিয়েছেন। হাইলাকান্দি জেলায় এই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা হীরালাল দত্ত পুরকায়স্থকে। গোটা পুর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। কিন্তু, হাইকমান্ড কমিটি গঠন করে দিলেও হাইলাকান্দিতে এই কমিটি এখনও কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। কমিটি ঠুটো জগন্নাথ। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো অবস্থা চেয়ারম্যানের। এ কথা নিজেই পক্ষান্তরে স্বীকার করেছেন পুর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হীরালাল দত্ত পুরকায়স্থ।

তাঁর সোজাসাপ্টা উত্তর, শহর কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা তাঁর হাতে না আসায় তিনি পুরভোট নিয়ে বৈঠকে বসতে পারছেন না। হীরালাল দত্ত পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, পুরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে এপিসিসি তাঁকে 'পুর নির্বাচন পরিচালনা কমিটি'-র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছেন। পুরসভা নির্বাচনে মূলত দলের শহর ব্লক কমিটির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। শহর কমিটির অধীনে প্রতিটি বুথ কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি সহ অন্যান্যদের এই নির্বাচন পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সেহেতু হাইকমান্ড শহর মণ্ডল কমিটি গঠন করে দলের তরুণ নেতা শুভঙ্কর ভট্টাচার্যকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁকে সভাপতি করা হলেও তিনি এখনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করেননি।

কিছুটা অভিযোগের সুরে এ কথা জানিয়ে হীরালালবাবু বলেন, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা তাঁর হাতে জমা না দেওয়ায় তিনি পুরভোট নিয়ে শহর কমিটি সহ অন্যান্যদের নিয়ে বৈঠকে বসতে পারছেন না। ফলে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। অবশ্য চেয়ারম্যান দত্ত পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, শহর ব্লক কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে তালিকা তাঁর কাছে সমঝে দেবেন। তবে শহর কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য যে পুরভোটের দামামা বেজে উঠছে না এখানকার কংগ্রেসের ঘরে, এমনটি মোটেই নয়। দলের স্থায়ী জেলা সভাপতি না থাকা এটাও আরেকটি প্রধান কারণ।

এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান হীরালাল দত্ত পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদটি দীর্ঘদিন ধরে খালি। চলতি বছরের জুলাই মাসে দলের প্রবীণ নেতা জয়নাল উদ্দিন লস্কর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে কার্যত সভাপতির চেয়ার শূন্য। হাইকমান্ড এখনও এই পদে কাউকে 'নিযুক্তি' না দেওয়ায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হাইলাকান্দি কংগ্রেসে। স্বীকার করে হীরালালবাবু বলেন, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য শহর কমিটির সভাপতি হয়েও পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে না পারার পেছনে জেলা সভাপতি না থাকাটাও কাজ করছে। ফলে অহেতুক শুভঙ্কর ভট্টাচার্যকে দোষারোপ করতে রাজি নন তিনি। আর শহর কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা হাতে পেলেই তিনি পুরভোট সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বৈঠকে বসে ঝাঁপিয়ে পড়বেন পুরভোট নিয়ে।

এদিকে, হাইলাকান্দি শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানিয়েছেন, তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন হাইকমান্ড। ইতিমধ্যে তিনি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে নিয়েছেন। তবে হাইলাকান্দি পুরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি, শীঘ্রই ওয়ার্ড কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তালিকা জমা দেবেন। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি না থাকায় প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে সবাইকে। তাঁর ভাষায়, যেখানে জেলা সভাপতি নেই, সেখানে তাঁকে শহর কমিটি গঠন করতে স্বাভাবিকভাবেই বিলম্ব হবে।

# নেতাজির জন্মদিনে কলকাতায় আসার সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নেতাজির জন্ম উৎসবে কলকাতায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।জানা গেছে ওই সময় বঙ্গে আসার জন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য নেতারা।

নেতাজি কমিটি থাকলেও চলমান ট্রেনে নেতাজি মিউজিয়াম করার অনুমতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন নেতাজির প্রপৌত্র চন্দ্র বসু। এছাড়া আগামী এপ্রিল মাসে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে এসেছেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে। তাই বঙ্গ—বিজেপি নেতৃত্ব চায় এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে নেতাজির জন্মদিনে কলকাতায় ঘুরে যান প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালিত হচ্ছে দেশে। এই পরিস্থিতিতে লোহা গরম থাকতে থাকতে তাতে আঘাত হানতে চায় রাজ্য বিজেপির নেতারা। তাই তাঁরা চান নেতাজির জন্মদিনে কলকাতাতেই আসুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলায় বই প্রকাশের দাবি জানান সুকান্ত মজুমদাররা। আর সেটা কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করুন বলেও তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে জানান।

সূত্রের খবর, বাংলায় আসতে পারেন অমিত শাহ। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডারও কলকাতায় আসার কথা রয়েছে। রাজ্যের নেতা—কর্মী—সমর্থকদের মধ্যে উদ্যম বাড়াতে এখানে তাঁদের আসার কথা। আর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারলে সেই কাজ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন বঙ্গ---বিজেপির নেতারা। যদিও প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

# এ বার থানার ওসিকে বদলির হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির

বহরমপুর, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : এ বার থানার ওসিকে বদলির হুঁশিয়ারি দিয়ে সংবাদ শিরোনামে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির।দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবির ভরতপুর থানার ওসিকে বদলির হুমকি দেন। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। হিন্দুস্থান সমাচারের পক্ষ থেকে ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

মাস কয়েক আগে জনসভা থেকে দলেরই এক বিধায়ককে মারধরের হুমকি দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে ফের বিতর্কে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। ভাইরাল হওয়ায় ভিডিয়োয় হুমায়ুন কবিরকে বলতে শোনা যায়, 'ওসি থাকার ইচ্ছা থাকলে দালালি বন্ধ করতে হবে। আর তা না হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে বাধ্য করাব এখান থেকে তল্পি গোটাতে। থানার সামনে গিয়ে বসব। টেবিলের উপর পা তুলে দাঁড়াব, বুঝবে হুমায়ুন কবির কী জিনিস! অটোমেটিক তুমি এখান থেকে চলে যাও। বলবে, আমি ভাটপাড়ায় বেশ ছিলাম, সেখানেই চলে যাই। সেটা যেন করতে বাধ্য না করানো হয়। আমি কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করি না।'তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ, বিধানসভা ভোটে তাঁকে হারানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তৃণমূলের তিন ব্লক সভাপতি, কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই চক্রান্ত করেন ওসি। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ওই নেতাদের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হলেও, ভরতপুর থানার সামনে অনুষ্ঠানের অনুমতি পাননি তিনি। ওসির বিরুদ্ধে দলের ওই নেতাদের যোগসাজশে দুর্নীতিরও অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল বিধায়ক।

ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, তৃণমূল বিধায়ক বলছেন, 'আজ ওসিকে বলে যাব, আমি বিধায়ক। আমি এখানে শেষ কথা বলব। যতক্ষণ না রাজ্য নেতৃত্ব যে কোনও ক্ষেত্রে আমাকে আলাদা করে নির্দেশ না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত লোক দলবিরোধী কাজ করেছে, যারা দলের প্রার্থীকে হারানোর চেষ্টা করতে যায়, তার জন্য কেন আমি আপস করতে যাব! তার জন্য ওসিকে বলেছি দালালি বন্ধ করতে।

## বছরের শেষ 'মন কি বাতে'

# অনুষ্ঠানে মোদীর মুখে ওমিক্রন সতর্কতা, ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : করোনার বিরুদ্ধে ভারতবাসী এক পরিবার হয়ে লড়াই করেছে, এই ঐক্যবদ্ধতাই করোনাকে হারাবে, রবিবার বছরের শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বড়দিনে দেশবাসীর জন্য শনিবার বড় উপহার দিয়েছিলেন মোদী। স্বাস্থ্য কর্মী ও বয়স্কদের জন্য করোনার বুস্টার ডোজের ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি, ১৫-১৮ বয়সী শিশুদের জন্য নতুন বছরে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি। এই ঘোষণার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই প্রধানমন্ত্রী এবছরের শেষ রেডিও অনুষ্ঠানে, ঐক্যের কথা শোনালেন।

এদিন বছরের শেষ তথা ৮৪তম 'মন কি বাতে' অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় লড়াই করেছে দেশবাসী। করোনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে করা লড়াই বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতবাসীর জনশক্তি। প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ছাড়া এটা সম্ভব হত না।' রবিবাসরীয় সকালে সকলকে সতর্কও করলেন করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন সম্পর্কে। তিনি আরও বলেন, আপনারা সকলেই ২০২১ সালকে বিদায় জানিয়ে ২০২২-কে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নতুন বছরে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি সংস্থাকেই সংকল্প করতে হবে নতুন কিছু করার। আগামী বছরে আরও উন্নত হয়ে ওঠার। গত সাত বছরে 'মন কি বাত' আমাদের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে ব্যক্তিগত কল্যাণের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের জন্য আরও ভাল কিছু করার, আরও উন্নতি করার। তিনি বলেন, সরকারের কাজের খতিয়ান দেওয়ার জন্য 'মন কি বাত' নয়। তৃণমূল স্তরের মানুষদের সম্মিলিত প্রয়াসকে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে তিনি সম্প্রতি কালে ঘটে যাওয়া ভারতের বড় বিমান দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করেও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই দুর্ঘটনায় আমরা আমাদের দেশের সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন সাহসী সেনাকে হারাই। এমনকি বরুণ সিংও অনেকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের একটি চিঠি আমার মনকে ছুঁয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, উনি যদি একজন পড়ুয়াকেও অনুপ্রাণিত করতে পারেন তা যথেষ্ট হবে। আমি আজ বলতে পারি, তিনি গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ওঁর চিঠিতে হয়তো শুধু পড়ুয়াদের কথা বলা আছে। কিন্তু তা আসলে গোটা সমাজের কাছেই এক বার্তা।

# উত্তরাখণ্ডের উচ্চতায় তুষারপাতের সম্ভাবনা

দেহরাদুন, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের উঁচু এলাকায় তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব আগামী চারদিন রাজ্যে থাকবে। কেদারনাথ এবং অন্যান্য উচ্চতার জায়গায় তুষারপাতে রাজ্যে ঠান্ডা বাড়িয়েছে।রবিবার হালকা রোদের কারণে শীতের প্রভাব বজায় রয়েছে। এদিন আকাশে মেঘ থাকায় ঠান্ডা বেশি অনুভূত হয়েছে। সমতলে প্রবাহিত ঠান্ডা বাতাসের কারণে স্ব-হিমাঙ্কের প্রভাব রয়ে গেছে।আবহাওয়া দফতরের তরফে রাজ্যের উচ্চ উচ্চতায় বিশেষ করে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় চারদিন বৃষ্টির সঙ্গে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের উত্তরকাশী, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়ে আগামী ২৪ ঘণ্টায় হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্জার কারণে রবিবার থেকে পরবর্তী চার দিন পান্তনগরের পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে সমতল ভূমিতেও বেড়েছে হিমেল হাওয়া।

## ট্রাকে তিন কাশ্মীরি যুবককে ছুরিকাঘাত

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : শনিবার রাতে উত্তর পশ্চিম জেলার আজাদপুর ফলের বাজারে দুস্কৃতিরা একটি ট্রাকে তিন কাশ্মীরি যুবককে ছুরিকাঘাত করে জখম করল। দুর্বৃত্তরা ডাকাতির চেষ্টা করে, বাধা দিলে হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। মহেন্দ্র পার্ক থানায় মামলা দায়ের করে অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু হয়েছে। ঘটনার আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, আহত কাশ্মীরি যুবকদের নাম মুজাফফর আহমেদ, মহম্মদ সেলিম এবং সবজার। তিনজনের পায়ে ও বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আসলে শনিবার গভীর রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনার খবর পায়। আজাদপুর মন্ডিতে তিন চালককে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## নুডলস কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৬ শ্রমিক, আহত ১২

পটনা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : রবিবার বিহারের মুজফরপুরের নুডলস তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় থানার পুলিস ও দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন ওই নুডুলস তৈরির কারখানায় আশঙ্কা বিস্ফোরণ ঘটে বয়লার ফেটে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। ওই কারখানায় নুডলস তৈরি হত। রবিবার সকালে কারখানার বয়লার ফেটে এই বড়সড় বিপত্তি ঘটে। মৃত শ্রমিকদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। জেলাশাসক প্রবীণ কুমার জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১০টায় নুডলস কারখানায় বয়লার ফেটে বিস্ফোরণটি ঘটে। দুর্ঘটনার সময় ওই কারখানায় কতজন ছিলেন তা জানার চেষ্টা চলছে।

## পালিত হল সিপিআই-র প্রতিষ্ঠা দিবস

বোকারো, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ৯৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস রবিবার পালিত হল। এই উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড ভূনেশ্বর মেহতা বলেন, কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের স্বার্থ এবং তাদের অধিকার ও অধিকারের জন্য ৯৫ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে। আমাদের চিন্তা জমিদারি প্রথা ও সিলিং অ্যাক্ট, শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। আমাদের দল সর্বদা জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে আওয়াজ তুলেছে এবং তুলবে।

তিনি বলেন, সরকার আজ দেশের অনেক কোম্পানিকে কর্পোরেট হাউসের হাতে তুলে দিতে চাইছে। এমতাবস্থায় শুধু কর্মসংস্থানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, শ্রমিক-শ্রমিকেরা ২ জুনের রুটি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

# যোগগুরু রামদেব পিরান কালিয়ারে যাওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধুরা

হরিদ্বার, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : যোগগুরু বাবা রামদেব বিখ্যাত দরগা পিরান কালিয়ারের মাজারে ফুল ও চাদর দেওয়ার ঘটনা নিয়ে হরিদ্বারের সন্ত সমাজে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাবা রামদেবকে আর্য সমাজ থেকে বয়কট করার কথাও বলেছেন ক্ষুব্ধ সাধুরা। সাধুরা বলেছেন, এভাবে দরগায় যাওয়া হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করছে।

যোগগুরু বাবা রামদেব অতীতে দিল্লি থেকে আসার সময় দরগা পিরান কালিয়ারে পৌঁছেছিলেন। তিনি কালিয়ার শরীফের মাজারে ফুল ও চাদর অর্পণ করেন। এতে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাবা রামদেবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হরিদ্বারের সাধু-সন্তরা।

শাম্ভবী পীঠধীশ্বর স্বামী আনন্দ স্বরূপ বলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাবা রামদেব আর্য সমাজের সমর্থক, যারা দয়ানন্দ সরস্বতী উদযাপন করেন। বাবা রামদেব পিরান কালিয়ারে গিয়ে জঘন্য কাজ করেছেন। এজন্য তার উচিত সান্ত সমাজের কাছে ক্ষমা চাওয়া। জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী নরসিংহানন্দ গিরি বলেন, তিনিও বিশ্বাস করে আসছেন যে বাবা রামদেব একজন সনাতনী সাধক যিনি আর্য সমাজে বিশ্বাসী। বাবা রামদেব শুধুমাত্র মাজারে গিয়ে সনাতন ধর্মের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, তার আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শ নিয়েও খেলেছেন।

# বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বোকাজানের লাহরিজানে, ভস্ম ৫০-এর বেশি বসতবাড়ি

বোকাজান (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫০টি বসতবাড়ি পোড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনা গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত বোকাজান মহকুমার নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী ঘন বসতিপূর্ণ লাহরিজানে আজ রবিবারের। অগ্নিকাণ্ডে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই খবর লেখা পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি ছয়টি দমকলের ইঞ্জিন। আজ দুপুরের দিকে জনবসতিপূর্ণ লাহরিজানে আগুনের সূত্রপাত হয়। শুকনো মরশুম। ফলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখা এক এক করে গৃহস্থদের ঘর এবং দোকানকে গ্রাস করতে থাকে। কালো ধোঁয়া গোটা লাহরিজান এলাকায় ছেয়ে ফেলে।ঘটনার খবর পেয়ে খটখটি থানার পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ছুটে গেছে। আগুন নেভানোর জন্য ছয়টি ইঞ্জিন নিয়ে ঝাঁপিয়েছেন অগ্নিনির্বাপকের জওয়ানরা। এই খবর লেখা পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কী করে আগুন ধরেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

# পঞ্চায়েত ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

ভূপাল, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : দেশে ওমিক্রন সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় এবার ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রদেশে। পঞ্চায়েত ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানান, 'ভোট স্থগিতের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলে পঞ্চায়েত ভোট পিছোবে। সারা দেশের মতো করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট থাবা বসিয়েছে মধ্যপ্রদেশেও। এই আবহে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য সরকার। তাই পঞ্চায়েত ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত। তবে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্যপাল, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানান,"নির্বাচন মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

## পুলিশের ওপর ড্রাগস কারবারিদের হামলা,ঘায়েল ওসি

নিলামবাজার (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ড্রাগস কারবারিদের হামলায় আহত হয়েছেন নিলামবাজার থানার নবাগত ওসি সুরজ দত্ত। মানিক মিয়াঁ নামের এক মাদক কারবারিকে অবশ্য আটক করেছে পুলিশ। ঘটনা আজ রবিবার বেলা প্রায় এক থেকে দেড়টা নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার থানাধীন কালাছড়ায় সংঘটিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দলবল নিয়ে আজ দুপুরে ড্রাগসের গোপন বাজার কালাছড়ায় যান নগাবত ওসি সুরজ দত্ত। কালাছড়ায় তখন চলছিল ড্রাগসের কেনাবেচা। কিন্তু কালোবাজারে পুলিশের পা পড়তেই তাঁদের ওপর হামলা চালিয়ে বসে মাদক কারবারিরা। পুলিশ তাদের হাতেনাতে ধরতে চাইলে এক দুস্কৃতী ওসির ওপর ধারালো অস্ত্রের ঘা বসিয়ে দেয়। কেবল ওসিই নন, দুষ্কৃতীরা অন্য পুলিশকর্মীর ওপর হামলা চালাতে উদ্যত ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে যায়। তখন আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে শূন্যে গুলি চালাতে হয়।

ওই অভিযানে এক দুষ্কৃতকারী তথা মাদক কারবারিকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃতকে জনৈক মানিক মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। বাকিরা পালিয়ে গেছে। এদিকে ওসি দত্তকে নিলামবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব।

বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার আগরতলায়। শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। ছবি নিজস্ব।

# শিশুদের উপযোগী সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** শিশুদের আদর্শ জীবনশৈলী এবং ইতিবাচক চারিত্রিক গঠনে মায়েদের অগ্রনী ভূমিকা রয়েছে। সংস্কার ও পরম্পরাগত সংস্ক'তি চর্চার পাশাপাশি শিশুদের আধুনিক ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। আজ এগিয়ে চলো সংঘের ৩৩তম শিশু মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ এই অনুষ্ঠানে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে দুজন যুব ক্রীড়াবিদ ও বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজ করা বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে আর্থিক সম্মাননা প্রদান করা হয়। উমাকান্ত স্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসের আবাসিক জনজাতি ছাত্রদের ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশুদের উপযোগী সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এই ভাবনায় সরকার কাজ করছে। শিশুদের সুঅভ্যাস ও ইতিবাচক চারিত্র গঠনে মায়েদের আরও বেশি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র সহ ঐতিহ্যমণ্ডিত নানান পরম্পরাগত ছবি শিশুমনে স্থাপনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কৌতুহলি ভাবনা জাগ্রত করা সম্ভব। এরফলে শিশু মনে কোন কিছু সম্পর্কে জি'সার ভাবনা আরও বেশি জাগ্রত হবে। এক্ষেত্রে নিজেদের বিভিন্ন প্রবহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে এবং এই অভি'তা থেকে শিশুদের সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে অভিভাবকদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজ সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্যের ক্লাবগুলি। আগামীদিনে ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে সামাজিক কর্মসূচিতে নিজেদের সম্প'ক্ত করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত বলেন, ক্রীড়া ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে কাজ করছে এগিয়ে চলো সংঘ। এক্ষেত্রে মহিলাদের ক্রিকেট টিম গঠন সহ সহায়ক অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ফুটবল, ক্রিকেট, মহিলা ক্রিকেট, খেলোয়াড়দের সম্মানিক প্রদান, হ্যাণ্ডবল, ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। জেলাভিত্তিক কিক বং প্রতিযোগিতা ও ভারত-বাংলা ছবি কবিতা উৎসব করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মসুচির মধ্যে নিজেদের যুক্ত রাখতে বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি হয়ে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রেও সর্বত্র সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠান শেষে এগিয় চলো সংঘের ব্যায়ামাগার পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ৩২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিল্পী সেন, সমাজসেবক রূপক সাহা, ক্লাব সভাপতি চ'ল নন্দী প্রমুখ। সুসজ্জিত র‍্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

# কল্যাণপুরের রতিয়া গ্রামে সূচনা হল জলের পাম্প হাউসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ ডিসেম্বর।।** অবশেষে মানুষের দাবী মিটলো।এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের রতিয়া গ্রামে সূচনা হলো পাম্পহাউসের।এখন থেকে মানুষের বাড়ি বাড়ি পড়বে পানীয় জল। বামফ্রন্ট শাসনে এই এলাকার মানুষের দাবী ছিল বাড়ী বাড়ী জল পৌঁছানোর। কিন্তু কিছুতেই দাবি মিট ছিল না। অবশেষে বর্তমান সময়ে বিজেপি সরকারের শাসনে মানুষের দাবী মিটলো। বিনা পয়সায় মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে জল এতে খুশি এলাকার সব অংশের মানুষ। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বরাবর চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্যের প্রত্যেকটি এলাকায় বা প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জল পৌঁছানোর জন্য। এরই অংশ হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠান। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার মানুষজন।রবিবার জল জীবন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় কল্যাণপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুর পঞ্চায়েত এর রতিয়া তে পানীয় জলের নুতন পাম্প হাউস উদ্বোধন হয়। পাম্প হাউস টি উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন উপ প্রধান উত্তম কুমার রায়, সমাজসেবী জীবন দেবনাথ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিক মীরা বৈষ্ণব প্রমুখ। প্রকল্পটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫৫ লাখ টাকা। এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন প্রায় ২২০ টি পরিবার।

পানীয় জলের সমস্যা মেটায় স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামবাসীরা খুশি। উদ্বোধক পিনাকি দাস চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় রাজ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ করুনার টিকা হয়েছে। বিনামূল্যে সাহায্যে মানুষকে কোভিদ টিকা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে আন্দোলন ছাড়াই মানুষ বিভিন্ন কাজ পাচ্ছে বা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে যেমন ধান ক্রয় করা হচ্ছে মানুষের বাড়ি বাড়ি জল দেয়া হচ্ছে। ৩০ হাজার নতুন ভাতা দেয়া হয়েছে। আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

# বিলোনীয়া বিদ্যাপিঠে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** রক্তের সমস্যা এটা একটা চিরকালীন সমস্যা,সঠিক সময়ে রক্ত না পেয়ে কত জনকেই না মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়,এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা,ক্লাব , এনজিও,বা ব্যাক্তিগত উদ্যোগে কতজনই রক্ত দান করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।রবিবার সকাল এগারটায় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন জুডো হলে একঝাঁক তরুণ তরুণীর প্রচেষ্টায় সংগঠিত হলো রক্তদান শিবির,শিবিরে প্রায় কুড়ি জন রক্ত দাতা রক্ত দান করেন, গডস প্ল্যানের পক্ষ থেকে রক্ত দাতাদের একটি করে গাছের চারা উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়,গডস প্ল্যান কতৃপক্ষ কে জিজ্ঞাসা করা হয় গাছের চারা কেনো অন্য কিছু নয় কেন উত্তরে তারা বললো রক্ত যেমন জীবন দান করে ঠিক তেমনি গাছ ও আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে,একটি গাছ একটি প্রাণ,সত্যি তাদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারা আজকের এই গতিশীল সমাজে কতটা যুক্তি পূর্ণ তাদের কাজ কর্মের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে,তাদের আরো কাজের মধ্যে রয়েছে দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা তাদের মুখে দু মুঠো খাওয়ার তুলে দেওয়া ইত্যাদি।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# চান মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হল শান্তিরবাজারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ ডিসেম্বর।।** রবিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে বিজিপি কার্যালয়ের সচিব চান মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। শহীদ চান মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার মন্ডল সভাপতি শেফাল দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বনকুল বাজারেও শহীদ চান মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। চান মোহন ত্রিপুরার শহীদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শান্তিরবাজার মন্ডলের সভাপতির শেফাল দেবনাথ। উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং দলীয় কর্মীরা ওয়াতের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তিরবাজার মন্ডল সভাপতি সেপাল দেবনাথ বলেন শহীদ চান মোহন ত্রিপুরা দলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। চান মোহন ত্রিপুরার রক্ত কোনদিন এই বৃথা যাবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। দলের তরফ থেকে রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এদিন শহীদ চান মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

# বিলোনীয়ায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ ডিসেম্বর।।** ভারত রত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির৯৭তম জন্ম দিবস আজ রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে রাজধানী আগরতলা শহরে দলীয় কার্যালয়ের শহরের বিভিন্ন স্থানে নানা সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহাকুমার উত্তর কলাবাড়িয়া বাজারে এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শরদিন্দু মজুমদারসহ বাজারের ব্যবসায়ী বৃন্দ। এদিন সকালে উত্তর কলাবাড়িয়া বাজার এবং স্থানীয় নাটমন্দির এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। এই সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে উত্তর কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শরদিন্দু মজুমদার বলেন প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

# বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী প্রয়াত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগর এর শীতলা বাড়ি নাথ পাড়ায় অমল দেবনাথ এর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন বিধায়ক শংকর রায়। বিধায়ক শংকর রায় শ্রীনগরে শিক্ষা বাড়ি নাথপাড়া এলাকায় অমর দেবনাথ এর বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে বিধায়ক কমল দেবনাথ এর মৃতদেহ দলীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে দেন। প্রয়াত এর প্রতিশব্দ আপন করতে গিয়ে বিধায়ক বলেন তিনি ছিলেন বিজিবি একজন একনিষ্ঠ কর্মী। কমল দেবনাথ এর মৃত্যুতে দলের ক্ষতি হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিধায়ক শংকর রায় প্রয়াতের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই অমর দেবনাথ অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসা করানো হলেও তাকে শেষ রক্ষা করা যায়নি। বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী কমল দেবনাথ এর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

# ধর্মনগরে প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হল সিলেটি সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** রবিবার সারা ভারত সিলেটি সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে ধর্মনগরের কলেজসংলগ্ন চিল্ড্রেন পার্কে সারাদিনব্যাপী সিলেটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় চলে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত।এই সম্মেলনের আহবায়ক সুনন্দা দেবনাথ জানান এইবার প্রথমবারের মতো ধর্মনগরে এই সিলেটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এই সম্মেলনকে সার্থক করে তোলার জন্য পুর পরিষদ থেকে শুরু করে অনেকেই বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের কারণেই এই সম্মেলনের প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়।তাছাড়া মিডিয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। সকাল থেকেই একদিকে যেমন চলতে থাকে বাংলাদেশের শ্রী হট্ট এলাকার খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সংস্কৃতি এবং শিল্পীরা শ্রী হট্ট সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে একের পর এক তাদের শিল্প প্রদর্শন করতে থাকে।শ্রী হট্ট সংস্কৃতির ধামাইল বিশেষ নজর কাড়ে।আগামী দিনেও এইভাবে সম্মেলন সংঘটিত করার উপর আশাবাদী এই ফোরামের সংগঠকরা।

# সাব্রুমে বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার এসোসিয়েশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।।** দি অল ত্রিপুরা বুকসেলার্স এন্ড পাবলিশার এসোসিয়েশন সাবরুম বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রবিবার আমতলী কমিউনিটি হলে নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবরুম এর বিধায়ক শংকর রায়। এছাড়া সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েত এর চেয়ারপারসন অধ্যাদেশ চেয়ারপার্সন দীপক দাস এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী সহ-সম্পাদক অজিত কুমার দাস সদস্য শংকর দেবনাথ গৌতম দত্ত প্রমুখ। সম্মেলনে পুস্তক ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং এসব বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। বিধায়ক শংকর রায় নবম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বলেন পুস্তক ব্যবসায়ীরা এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।। তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সরকার ও প্রশাসন অবগত রয়েছে এবং এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

# ব্যবহার যোগ্য পুরনো কাপড় বিতরন করল হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর।।** রবিবার সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের মধ্যে ব্যবহার যোগ্য পুরনো কাপড় বিতরন করলো হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। উদয়পুর মহকুমাধীন মহারানির বিভিন্ন ইট ভাট্টা শ্রমিক সহ দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের মধ্যে প্রায় এক সহস্রাধিক ব্যবহার যোগ্য পুরনো কাপড় বিতরন করে হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। ছোট শিশুদের থেকে শুরু করে বয়স্ক লোকদের মধ্যে শীতবস্ত্র সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার যোগ্য পুরনো কাপড় বিতরন করা হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে দরিদ্র ও অসহায় লোকজনদের মধ্যে কাপড় গুলি তুলে দেন হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সম্পাদক জয়দীপ পোদ্দার, সহ সম্পাদক শুভ্র শেখর নাগ, প্রতিষ্ঠাতা তথা কোষাধ্যক্ষা প্রজ্জ্বলিকা ভৌমিক সহ সদস্য রুচিরা সাহা, প্রসেনজিৎ দাস, জয়তী দেব এবং পায়েল রায়। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এবং প্রখর শীতের প্রকোপ থেকে দরিদ্র ও অসহায় লোকজনদের কিছুটা নিস্তার দিতে এই উদ্যোগ বলে জানান হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সম্পাদক জয়দীপ পোদ্দার।

# ডাক কর্মচারী মহাসংঘের তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর।।** ভারতীয় ডাক কর্মচারী মহাসংঘের তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর টাউন হলে।মুখ্য অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ কানু লাল দাস, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের স্যারকেল সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী।

সম্মেলনে নতুন কমিটির গ্রুপ সি কর্ম চারী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দীপঙ্কর দাস, পোস্ট ম্যান গ্রুপ ডির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রাজীব সাহা, গ্রামীণ ডাক সেবক ইউনিটের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন পান্নালাল দাস। সম্মেলনে ডাক কর্ম চারী মহা সংঘের সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

## মানুষ

● প্রথম পাতার পর

আগুন জ্বালিয়ে লোকজন হাত-পা গরম করার চেষ্টা করছেন। ক্ষেতে বরফ পড়ায় কৃষকরা মাঠে ফসল বুনতে পারছেন না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

## তান্ডব

● প্রথম পাতার পর

কোনওরকমে সেখান থেকে তাকে সরানোর ব্যবস্থা করেছিল। রবিবার নিজ বাড়িতে একটি ঘরে দরজা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই যুবকের তান্ডবে আশেপাশের লোকজন রীতিমতো আতঙ্কে আছেন। অবিলম্বে ওই যুবকে যাদি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় তাহলে যেকোন সময় অঘটন ঘটতে পারে। তার সাথে সারাক্ষণ ধারালো অস্ত্র থাকে।

# বানর তাড়াতে গিয়ে বাজির আগুনে পুড়ল খড়ের গাদা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর।।** বানরের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে পটকা বাজির আগুনে পুড়ে ছাই হলো খড়ের গাদা বা মোড়ল। ঘটনা উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত পূর্ব পালাটানা গ্রাম পঞ্চায়েতে। আজ দুপুরের ঘটনা। পূর্ব পালাটানা গ্রাম পঞ্চায়েতের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কাজল আচার্যীর খড়ের গাদায় আগুন লাগে। ঐ এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই বানরের দল উৎপাত করে- কৃষিজ ফসল,ফল ফলাদি থেকে শুরু করে শাক সব্জি নষ্ট করে ফেলে। ফলে গ্রামের অধিকাংশ জনগণ পটকা বাজির ব্যবহার করে বানরের হাত থেকে নিজেদের এবং ফসল-সব্জি রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এই রকমই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো আজ দুপুরে উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত পূর্ব পালাটানা গ্রাম পঞ্চায়েতে। একদল বানর খাদ্যের অন্বেষণে আজ দুপুরে পূর্ব পালাটানা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজল আচার্যীর বাড়ি আসলে, বাড়ির লোকজন পটকা বাজি ফাটালে, বাজির আগুন গিয়ে নিকটবর্তী খড়ের গাদায় পরে আগুন ধরে যায়।এলাকাবাসী তৎখনাৎ উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে, উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর থেকে কাকড়াবন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর পাঠায়। উদয়পুর এবং কাকড়াবন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গাড়ি নিয়ে দ্রুত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে খড়ের গাদার লাগোয়া দুটি বসত ঘর বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। এলাকার জনগন বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ। বনে ফলমূল কম থাকায় সাধারন লোকালয়ে খাবারের খোঁজে বানরের দল আসছে বলে সকলেই অভিমত ব্যক্ত করেন।

## কলমচৌড়ায়

● প্রথম পাতার পর

এস আই রথীন্দ্র দেববর্মা, বক্সনগর বনদপ্তর এর টহলদারী ইনচার্জ চিনময় মালাকার,১৫০ ব্যাটালিয়নের বক্সনগর বিওপির কমান্ডি কমান্ডার অশোক কুমার,গলাচিপা বিওপির কোম্পানি কমান্ডার অখিলেশ যাদব,গকুল নগরের ইন্সপেক্টর পবন কুমার সহ বি এস এফ জওয়ানরা সহ বিশাল টি এস আর বাহিনী।আর তাতেই আসে ব্যাপক সাফল্য।

অভিযানে উদ্ধার হয় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ১০ হেক্টর জমিতে গজিয়ে ওঠা গাঁজা বাগানের সাম্রাজ্য।সঙ্গে সঙ্গেই আরক্ষা বাহিনী গাঁজা গাছ কেটে আগুন জ্বালিয়ে বাগান ধ্বংস করে দেয়।যদিও এখনো পর্যন্ত তেমন কোন কিছুই জানা যায়নি যে এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা গাঁজা চাষের সঙ্গে কে বা কারা উতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে।

তবে প্রাথমিকভাবে জানা যায় মূল পান্ডাকে আটক করার জন্য তদন্ত চলছে।এই দিকে পুলিশ জানান-মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের স্বপ্ন "নেশামুক্ত ত্রিপুরা" গড়তে ও বর্তমানে নেশার তীব্র কবল থেকে বর্তমান যুব সমাজকে রক্ষা করতে ও সুস্থ সমাজ গঠনে পুলিশের এই নেশা বিরোধী অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।তবে এইদিকে পর পর কয়েকবার কলমচৌড়া থানার পুলিশ এই গাঁজা-বিরোধী অভিযানের ব্যাপক সাফল্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলেছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন ও তথ্যবিজ্ঞ মহল জুড়ে।

## উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

রাখলেও তার পেছনে রয়েছে পটকা বাজির ব্যবসা।

আর তাতেই অতি সহজে বেশি মুনাফা লাভ করা যায়। বক্সনগর আশপাশ এলাকায় তার কয়েকটি গোডাউন রয়েছে বলে জানা যায়। তাতে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ পটকা বাজি। যেগুলি কোন লাইসেন্স বা কাগজপত্র নেই। রাতের অন্ধকারে কলমচৌড়া থানার বড়বাবুকে ম্যানেজ করে অবৈধ বাজি কারবারি বাবুল বনিক রাতের অন্ধকারে আগরতলা থেকে বক্সনগর এর বিভিন্ন গোডাউনে এই অবৈধ বাজি পটকা মজুত রাখেন।যেগুলি বক্সনগর এর কিছু পাচারকারী রাতের অন্ধকারে তার গোডাউন থেকে গাড়ি ভর্তি করে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করে দেয়। এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে যুবসমাজ। জানা গেছে প্রত্যেকদিন বক্সনগর সীমান্ত দিয়ে তারকাটার বেড়া টপকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ পটকাবাজি বাংলাদেশে পাচার করা হয়।

এই পটকাবাজির বারুদ দিয়ে বাংলাদেশে বোমা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।এমনটাই দাবি করেন অভিজ্ঞ মহল। আর এই কারণেই হয়তো প্রচুর পরিমাণে বাজি পটকা বাংলাদেশে ,ভারত থেকে চড়া দামে ক্রয় করে নিয়ে যায়।সীমান্তের জওয়ানদের ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়তি কাজ করার সুযোগ পেয়ে প্রতিদিন কোন না কোন জায়গায় অভিযান জারি রাখছেন। তবে তারা জানান আগামী দিনে এমন ধরনের অভিযান জারি রাখবেন।

## ইটের আঘাতে

● প্রথম পাতার পর

কর্মরত। চাকরি সূত্রে ছৈলেংটা থাকলেও রবিবার ছুটির দিনে বাড়িতে আসেন তিনি। এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় পাড়াকলক বাজার থেকে শুকনো মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জহর দেববর্মা নামে এক মদ্যপ যুবক আচমকাই কিশোর বাবুর উপর ইট নিয়ে হামলে পড়ে। এবং এলোপাথাড়ি ইট দিয়ে আঘাত করতে থাকে, এতে কিশোর দেববর্মার বাম চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার খবর যায় পরিবারের কাছে, পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে গুরুতর আহত তথা রক্তাক্ত কিশোর দেববর্মাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে এলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক কিশোর দেববর্মাকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করে। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে তারা তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা দায়ের করবে জহর দেববর্মার নামে। তবে সন্ধ্যারাতে এ ঘটনাকে ঘিরে গোটা পাড়াকলক গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# ক্রীড়া

## একাত্তরের জয়ের ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ প্রয়াত

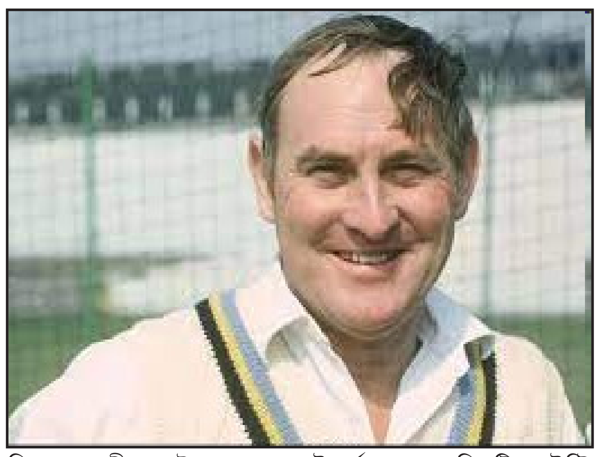

একাত্তরে ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের সময় তিনিই ছিলেন অজিত ওয়াড়েকরের প্রতিপক্ষ অধিনায়ক। ওয়াড়েকর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। এ বার চলে গেলেন রেমন্ড ইলিংওয়ার্থ। ঐতিহাসিক সিরিজের দুই অধিনায়কই আর রইলেন না।তাঁকে ক্রিকেট দুনিয়া চিনত রে ইলিংওয়ার্থ নামে। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দুরারোগ্য ক্যানসারে ভুগছিলেন। একাধিক পালক ছিল তাঁর টুপিতে। ইংল্যান্ডের অ্যাশেজজয়ী অধিনায়ক। একাত্তরে ভারতের ওভাল টেস্ট জয়ের নায়ক চন্দ্রশেখরকে নিয়ে বিস্মিত থেকেছেন যে, পোলিয়োয় ছোট হয়ে যাওয়া হাত নিয়েও কী ভাবে এমন স্পিনের ইন্দ্রজাল বুনতেন। “চন্দ্রকে লেগস্পিনার বলা যেতেই পারে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, শেন ওয়ার্নের থেকেও বেশি গুগলি করত ও,’’ বলেছিলেন সেই সিরিজের ইংল্যান্ড অধিনায়ক। মনে করতেন, ডেরেক আন্ডারউডের জায়গায় ব্রায়ান লাকহার্সকে বল দিলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাজ কঠিন হত। পরবর্তীকালে হেড কোচ হয়েছেন এবং নির্বাচক প্রধানের দায়িত্বও সামলান। ১৯৫১-তে ইয়র্কশায়ারের হয়ে অভিষেকর পরে প্রায় ৩২ বছর তিনি ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৮৩-তে ইয়র্কশায়ারকে ৫১ বছর বয়সে সানডে লিগ জিতিয়ে ক্রিকেটকে বিদায় জানান তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৪,১৩৪ রান এবং ২০৭২ উইকেট রয়েছে তাঁর। অধিনায়ক হিসেবে ইয়র্কশায়ারকে তিনটি কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতিয়েছেন তিনি।১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ ইংল্যান্ডের হয়ে ৬১টি টেস্ট খেলেন তিনি। টেস্টে ১,৮৩৬ রান করেছিলেন। গড় ২৩.২৪। অফস্পিন করে সংগ্রহ ছিল ১২২ উইকেট। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসেবে ৩১ টেস্টে তাঁর জয় ১২টিতে। এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য, ১৯৭০-’৭১ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ২-০ জেতা। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে মেলবোর্নে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচেও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। যদিও বিল লরির অস্ট্রেলিয়া সেই ম্যাচ জেতে পাঁচ উইকেটে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরে বিবিসি-র বিশেষজ্ঞ ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার পরে ইংল্যান্ডের কোচ এবং নির্বাচক কমিটির প্রধানের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে।এ ছাড়াও গালি অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য ফিল্ডার হিসেবেও নাম করেছিলেন তিনি। ক্রিকেট তাঁর হৃদয়ের এতটাই কাছের ছিল যে কৈশোরের প্রিয় ক্লাব ফার্সলি ক্লাবের ২২ গজ প্রস্তুতিতে সব সময়েই উপস্থিতি ছিল তাঁর। এমনকি ২০১১ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে চলাফেরা কমিয়ে দিলেও এই কাজে বিরাম ছিল না। এ দিন ইয়র্কশায়ার ক্লাবের তরফেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে টুইট করা হয়, “দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রয়াত হয়েছেন রে ইলিংওয়ার্থ। গোটা ইয়র্কশায়ার পরিবারের হৃদয়ে থাকবেন রে। আমরা ইলিংওয়ার্থ পরিবারের পাশেই রয়েছি।”

## সব বিতর্ক ভুলে বিরাটরা শুধু ক্রিকেটে ফোকাস করুক’, পরামর্শ গম্ভীরের

ভারতের বাইরে আমার উপভোগ্য ক্রিকেট পরিবেশ হল অস্ট্রেলিয়ার। দারুণ উইকেট সঙ্গে ইতিহাস সমৃদ্ধ স্টেডিয়াম। ঝলমলে সূর্য্যের আলো ও জমজমাট দর্শক আসন। এমন পরিবেশের স্বাদই পেয়েছি অস্ট্রেলিয়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকাও অবশ্য পিছিয়ে নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা আমার অন্যতম পছন্দের জায়গা। আবহাওয়া দারুণ। উইকেটে পেস ও সুইংয়ের মিশ্রণ পাওয়া যাবে।সম্প্রতি ওখানে কী রকম ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা আমার জানা নেই। তবে ২০০৬-০৭ ও ২০১০-১১-র কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেঞ্চুরিয়ানে খেলা পড়লে আমারা জোহানেসবার্গের হোটেল স্যান্ডটনসানে থাকতাম। আপনারা যাঁদের জানা নেই, তাদেঁর বলে রাখি, হোটেল থেকে মাঠের দূরত্ব ছিল দিল্লি থেকে গুরগাঁওয়ের মতো। শপিং মল ঘেরা সেই হোটেলের পরিবেশ ছিল জমজমাট। যেমনটা দিল্লি ও মুম্বইয়ে দেখা যায়। ভারতীয় খাবারের খোঁজে বাইরে যেতাম। ভেজ খাবারের খোঁজে বেরিয়ে ‘পেরি-পেরি চিকেন’ খেয়ে ফিরতাম। ২০১০ সালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই বছর সেঞ্চুরিয়ানের উইকেট হঠাৎ দ্রুত গতির হয়ে উঠেছিল। প্রথমে বল ব্যাটে থমকে আসছিল, হঠাৎই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন ভালরকম পেস সহায়ক হয়ে ওঠে উইকেট। আমার মনে হয়, এবার ভাল ব্যাটিং উইকেট হবে। ওপেনিংয়ে ময়াঙ্ক আগরওয়াল ও লোকেশ রাহুলকেই রাখা উচিত। ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ফলে ও খুব ভাল জানবে যে কীভাবে নতুন বল পুরানো করতে হয়। টিম ইন্ডিয়ার একাদশের কথা বললে, চেতেশ্বর পুজারা ও অজিঙ্ক রাহানেকে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, আরও কিছু ম্যাচে সুযোগ পাওয়া উচিত পুজারার। মিডল অর্ডারে আমি শ্রেয়স আইয়ারকে দেখতে চাই। দুই দলের বোলিং কম্বিনেশন দুরন্ত। যে কেউ এই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিতে পারে।

দেখে ভাল লাগছে যে, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দল ফেভরিট হিসাবে সিরিজে নামছে। ইদানীং বিদেশে ভারত খুব ভাল খেলছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কন্ডিশনেও যে ওদের ভাল কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে, সেটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডে ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে কীভাবে খেলতে হবে সেটা খুব ভাল করে জানে ক্রিকেটাররা। আশা করি বিরাট কোহলি বনাম বিসিসিআই বিতর্ক ভুলে এই মুহূর্তে ভারতীয় দল নিজেদের খেলায় ফোকাস করবে। সেঞ্চুরিয়ানে এক পাশে যেমন আছে ঘাসের গালিচা। অন্য পাশে রয়েছে হসপিটালিটি বক্স। তবে খুবই দুঃখজনক বিষয় যে খেলা দর্শকশূন্য মাঠেই হবে। হসপিটালিটিতে কিছু সংখ্যক মানুষ থাকবে। তবে চাইব খুব শীঘ্রই ঘাসের গালিচা ও গ্যালারিতে দর্শক ফিরুক।

## সিডনিতে যাচ্ছেন না নোভাক

অস্ট্রেলীয় ওপেনে নোভাক জোকোভিচের খেলার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। শনিবার বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি সিডনিতে অনুষ্ঠেয় এটিপি কাপে অংশ নেবেন না। যা শোনার পরে মনে করা হচ্ছে, নতুন বছরে মেলবোর্ন পার্কেও খুব সম্ভবত হয়তো দেখা যাবে না সার্বিয়ার তারকাকে।

শনিবার জোকোভিচের দলের এক সদস্য বলেছেন, ‘‘বেলগ্রেডে নোভাক জোরকদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত যে, জোকোভিচ এটিপি কাপে খেলবে না। ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”

অস্ট্রেলীয় ওপেনের আগে সে দেশেই এটিপি কাপ আয়োজিত হবে। বলা যেতে পারে, বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিসের আগেই সেটাই প্রস্তুতির বড় মঞ্চ হতে চলেছে খেলোয়াড়দের কাছে। সেখানে জোকোভিচের না থাকার অর্থ প্রকারান্তরে অস্ট্রেলিয়া না যাওয়ার ইঙ্গিতই তিনি দিচ্ছেন। মূলত করোনার প্রতিষেধক নেওয়া নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মতবিরোধের জায়গা তৈরি হয়েছে জোকোভিচের। তিনি প্রতিষেধক নিয়েছেন কি না। ঘোষণা করার বিরোধী। আবার অস্ট্রেলীয় সরকার কট্টর অবস্থান ধরে রেখেছে যে, প্রতিষেধক না নিলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আয়োজকেরাও ধোঁয়াশায়, জোকোভিচকে পাওয়া যাবে কি না, সে ব্যাপারে। তার মধ্যেই সিডনিতে এটিপি কাপে না যাওয়া তাঁকে নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়ে দিল।

## মেলবোর্নে প্রথম ইনিংসে ১৮৫ রানে অলআউট ইংল্যান্ড

রেকর্ড করলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট। অধিনায়ক হিসেবে এক বছরে রানের নিরিখে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথকে টপকে গেলেন তিনি। তাতে অবশ্য চলতি অ্যাশেজ সিরিজের ছবিটা বদলায়নি। ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয় ইংল্যান্ডকে। প্রথম দিনে মাত্র ১৮৫ রানে শেষ হয়ে গেল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। এই ইনিংসে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক ৫২ রান করেন রুট। চলতি বছর টেস্টে ১৬৮০ রান হল তাঁর। অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে এক ক্যালেন্ডার বছরে এত রান আর কারও নেই। ২০০৮ সালে ১৬৫৬ রান করেছিলেন স্মিথ। তাঁকে টপকে গেলেন রুট। সব মিলিয়ে (অধিনায়ক এবং সাধারণ ক্রিকেটার হিসেবে) এই তালিকায় রুট তিন নম্বরে। তাঁর সামনে এখন রয়েছেন শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যার ভিভ রিচার্ডস (১৯৭৬ সালে ১৭১০) ও পাকিস্তানের মহম্মদ ইউসুফ (২০০৬ সালে ১৭৮৮)। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করতে পারলে ইউসুফের রেকর্ড ভেঙে এই তালিকাতেও শীর্ষে চলে আসবেন রুট। রুট ছাড়া অবশ্য অজি বোলিংয়ের সামনে কোনও ব্যাটার দাঁড়াতে পারেননি। বেন স্টোকস ২৫, জনি বেয়ারস্ট ৩৫ ও রবিনসন ২২ করেন। মাত্র ৬৫.১ ওভারে শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও নেথান লায়ন তিনটি করে ও মিচেল স্টার্ক দু’টি উইকেট নেন।

## ফিরল জুনিয়রের স্মৃতি

খেলা চলাকালীন ফের মাঠেই মৃত্যু হল এক ফুটবলারের। ঘটনাটি ঘটেছে আলজেরিয়ার ঘরোয়া লিগে। খেলা চলাকালীন নিজের দলের গোলকিপারের সঙ্গে সংঘর্ষের কিছু ক্ষণ পরেই মৃত্যু হয় আলজেরিয়ার ফুটবলার সোফিয়ানে লৌকারের। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার খেলা চলাকালীন ফুটবল ক্লাব এমসি সাইদার অধিনায়ক ২৮ বছরের লৌকারের সঙ্গে তাঁর দলের গোলকিপারের সংঘর্ষ হয়। মাঠেই পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসার পরে ফের খেলা শুরু করেন লৌকার। কিন্তু মিনিট দশেক পরে ফের মাঠের মধ্যে পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরে চিকিৎসকরা জানান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে লৌকারের। এই খবর আসার পরে বন্ধ হয়ে যায় খেলা। কান্নায় ভেঙে পড়েন দু’দলের ফুটবলাররা।২০০৪ সালে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মোহনবাগানের গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল ডেম্পোর ব্রাজিলীয় ফুটবলার জুনিয়রের। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবল। সেই স্মৃতি ফিরে এল আলজেরিয়ায়।

## বিগ ব্যাশে অদ্ভুত দৃশ্য

অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। রান নিতে গিয়ে ইচ্ছে করে দৌড় সম্পূর্ণই করলেন না ক্রিকেটার। জবাবে পাঁচ রান খেসারত দিতে হল দলকে। হোবার্ট হারিকেন্স বনাম মেলবোর্ন স্টার্স ম্যাচে এই ঘটনা ঘটেছে।

ম্যাচের শেষ ওভারে ফুল লেংথের একটি বল লং অনের দিকে ঠেলে রান নিতে যান হোবার্টের টিম ডেভিড। কিন্তু উল্টো দিকে ক্রিজে ব্যাট ঠেকানোর বদলে ক্রিজ ছোঁয়ার অনেক আগেই ব্যাট ঠেকিয়ে আরও একটি রান নিতে চেয়েছিলেন ডেভিড। রান আউটের সম্ভাবনা থাকায় ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি ওই কাজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। আম্পায়ার রিপ্লে দেখতে চেয়েছিলেন। তারপরেই তিনি নিশ্চিত হন এবং এমসিসি-র ক্রিকেটীয় আইন অনুযায়ী পাঁচ রান কেটে নেন হোবার্টের থেকে।ম্যাচে জিতলেও এই সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি নয় হোবার্ট। দলের ক্রিকেটার পিটার হ্যান্ডসকম্ব বলেছেন, “টিম স্রেফ নিজের প্রান্তে ফেরার চেষ্টা করছিল। ঠিক কাজই করেছে। আমি কখনও এমন নিয়মের কথা শুনিনি। হয়তো স্কুলে এমন জিনিস দেখলেও দেখতে পারি।”

## ৪ বছর বাদে ওয়ানডে টিমে ঢুকতে পারেন অশ্বিন, রোহিতের ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত

কোহলির সংসারে তিনি ছিলেন ব্রাত্য। ভারতীয় দলের ব্যাটন বদল হতেই ফের যেন হৃত গৌরব ফিরে পাচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৪ বছর বাদে টি-২০ বিশ্বকাপ দিয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে কামব্যাক করেছেন দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার। অশ্বিনের সেই কামব্যাক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এক প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমের দাবি, এবার ভারতের ওয়ানডে দলেও ঢুকে পড়তে চলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

শেষবার ২০১৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে ক্রিকেট খেলেছেন অশ্বিন। তখনও তাঁকেই দেশের এক নম্বর স্পিনার বলে মনে করা হত। তারপর হঠাতই অধিনায়ক কোহলি এবং কোচ রবি শাস্ত্রীর নেকনজর থেকে বেরিয়ে যান তিনি। বলা ভাল, শাস্ত্রী-কোহলিদের অপছন্দের তালিকায় চলে যান অশ্বিন। একে একে ওয়ানডে এবং টি-২০ দল থেকে বাদ পড়তে হয় তাঁকে। তারপর খেলছিলেন শুধু টেস্ট ক্রিকেটে। তাঁর বদলে সুযোগ পান চাহাল-কুলদীপরা। এমনকী চলতি বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও নিয়মিত খেলানো হয়নি অশ্বিনকে।

কিন্তু, ভারতীয় দলের ব্যাটন বদল হতেই ফের সুদিন ফিরছে অশ্বিনের। সব ঠিক থাকলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দলে ঢুকে পড়বেন তিনি। সূত্রের খবর, টি-২০ বিশ্বকাপে নজরকাড়া পারফরম্যান্স এবং তারপর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতে ভাল পারফর্ম করার পুরস্কার পেতে চলেছেন অশ্বিন। অশ্বিনের পাশাপাশি স্পিনার হিসাবে ভারতীয় দলে থাকতে পারেন চাহাল এবং অক্ষর প্যাটেল। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে জাদেজা চোটের জন্য এই সিরিজেও থাকছেন না।

এদিকে, অশ্বিনের দলে ঢোকার খবর মিললেও অধিনায়ক রোহিত শর্মার নিজের চোটের কী অবস্থা, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য টেস্ট সিরিজে দলে নেই তিনি। ওয়ানডে সিরিজে রোহিত ফিরতে পারবেন কিনা সেটা আরও স্পষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে কে অধিনায়কত্ব করবেন তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ, ওয়ানডে দলে এখনও ভাইস ক্যাপ্টেন হিসাবে কারও নাম ঘোষণা করেনি বোর্ড। সেক্ষেত্রেও অবশ্য লোকেশ রাহুল অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন।

## এবারও চুরাইবাড়িতে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর।।** গত বছরের ন্যায় এ বছরও চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে অটল স্মৃতি নাইট নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন চুরাইবাড়িতে।শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর ৯৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে উক্ত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।প্রথমেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। তারপর কদমতলা-কুর্তি মন্ডলের প্রাক্তন মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি তথা ইয়ং স্টার ক্লাবের সদস্য তাপস চন্দের অকাল প্রয়ানে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর মাঠ তৈরীর কাজে লেগে পড়েন ক্লাবের সদস্যরা। এবছরের নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর শুরু হবে দুসরা জানুয়ারি থেকে। উক্ত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ও এলাকার ক্রিকেটপ্রেমীদের চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান সভাপতি রমা সেন।তাছাড়া খেলায় আকর্ষণীয় পুরস্কারসহ নগদ অর্থ প্রদান করা হবে বিজয়ী ও রানার্স দলকে। চুরাইবাড়িতে খেলার মাঠ না থাকলেও শুকা মৌসুমে ধানের জমিতে বিভিন্ন বড় মাপের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল জির জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটেন উত্তর জেলার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ। তাছাড়াও চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব পাল,সদস্য বাপ্পী দেব ও ইয়ং স্টার ক্লাবের সদস্য আলী হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

## আজ রবিবার সেঞ্চুরিয়নে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট

সেঞ্চুরিয়ন, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : আজ রবিবার থেকে সেঞ্চুরিয়নের সুপার স্পোর্ট পার্কে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে জিতলেও এখানে জেতা হয়নি ভারতের। আর বিরাট কোহলিদের শেষ সীমান্ত জয় করার অভিযান শুরু হচ্ছে রবিবার বক্সিং ডে-তে সেঞ্চুরিয়নে। প্রথম দিন রবিবার সে ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে পরের দিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া দফতর থেকে। প্রথম সেশন চলাকালীন বৃষ্টি হতে পারে। ফলে সেঞ্চুরিয়ন সেই সময় পেসারদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবারও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

কোভিড পরিস্থিতিতে সাবধানতা নেওয়ার জন্য ফাঁকা মাঠে ম্যাচ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুধু হসপিটালিটি বক্সে কিছু অতিথি থাকতে পারে। তাই ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করার কাজটা নিজেদেরই করতে হবে। দর্শক না থাকাটা নিঃসন্দেহে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বেশি ক্ষতি, কারণ ওরা ঘরের মাঠে খেলছে। এর পর চোটের কারণে দু’টো টেস্টে খেলতে পারবে না কুইন্টন ডি’কক। দর্শকশূন্য মাঠে খেলা এবং চোট-আঘাতে ভোগা প্রতিপক্ষ। আমার মনে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম বার টেস্ট সিরিজ জেতার এটাই সেরা সুযোগ ভারতীয় দলের সামনে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আচার্য্য শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে রবিবার আগরতলায় মহানাম অঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

# স্বস্তি মিলল করোনার দৈনিক সংক্রমণে দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪২২

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : সামান্য হলেও স্বস্তি মিলল করোনার দৈনিক পরিসংখ্যানে। দৈনিক আক্রান্ত এবং মৃত্যু দুটোই আগের থেকে কমেছে। শুধু তাই নয়, আগের দু'দিন যে হারে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাটা বাড়ছিল, সেই গতিও এদিন খানিকটা কমেছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ হাজার ৯৮৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪২২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় তুলনামূলকভাবে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাটা তেমন বাড়েনি। তাছাড়া, ওমিক্রন আক্রান্তদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৩০ জন সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। মারণ ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬২ জন। মৃত এবং আক্রান্ত দুটোই আগের দিনের থেকে খানিকটা কম। এখনও পর্যন্ত করোনায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৮২ জন।
ইতিমধ্যেই দেশে করোনার টিকার প্রায় ১৪১ কোটি ৩৭ লক্ষ ডোজ দেওয়া হয়েছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে দেশে ১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়া শুরু হবে। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে টিকার বুস্টার ডোজ পাওয়া শুরু করবেন করোনা যোদ্ধা স্বাস্থ্য কর্মী, চিকিৎসক এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কাররা। কোমর্বিডিটি যুক্ত ষাটোর্ধরাও টিকা পাবেন ১০ জানুয়ারি থেকে। মোদির এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের মত, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের টিকাকরণ প্রায় ১০ মাস হয়ে গিয়েছে। এই সময় বুস্টার ডোজের ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

# আমার পরামর্শই মেনে নিল কেন্দ্র, বুস্টার টিকা নিয়ে মোদী সরকারকে আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : বড়দিনের রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, ষাটোর্ধ, স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনা যোদ্ধাদের বুস্টার টিকা দেওয়া হবে। এবার এই প্রসঙ্গে কৌশলে মোদী সরকারকেই আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। টুইটে লিখলেন, 'বুস্টার টিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আমার পরামর্শ মেনে নিল!'
শনিবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হবে নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে। পাশাপাশি ষাটোর্ধদের বুস্টার টিকা দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হবে ১০ তারিখ থেকে।
ওমিক্রন যখন ক্রমেই দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন বুস্টার টিকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বার বার সরব হন চিকিৎসকরা। কেন্দ্র অবশেষে তা মেনে নেওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গেই বুস্টার টিকার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে নিজের পুরনো টুইট তুলে ধরে ঘুরিয়ে মোদী সরকারকেই আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।। প্রসঙ্গত, গত ২২ ডিসেম্বর বুস্টার টিকার দাবি জানিয়ে টুইট করেছিলেন কেরলের কংগ্রেস সাংসদ।

## ট্রাকে তিন কাশ্মীরি যুবককে ছুরিকাঘাত

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : শনিবার রাতে উত্তর পশ্চিম জেলার আজাদপুর ফলের বাজারে দুস্কৃতিরা একটি ট্রাকে তিন কাশ্মীরি যুবককে ছুরিকাঘাত করে জখম করল। দুর্বৃত্তরা ডাকাতির চেষ্টা করে, বাধা দিলে হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। মহেন্দ্র পার্ক থানায় মামলা দায়ের করে অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু হয়েছে। ঘটনার আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, আহত কাশ্মীরি যুবকদের নাম মুজাফফর আহমেদ, মহম্মদ সেলিম এবং সবজার। তিনজনের পায়ে ও বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আসলে শনিবার গভীর রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনার খবর পায়। আজাদপুর মন্ডিতে তিন চালককে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# ব্রিটেনের পর ফ্রান্স একদিনে এক লক্ষ সংক্রমণ

প্যারিস, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : দৈনিক সংক্রমণে রেকর্ড গড়ল ফ্রান্স। রবিবার এক লক্ষ সংক্রমণ ছাড়ানোয় যা গত দু'বছরে সর্বোচ্চ। ইউরোপে করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটেন। তার পরই ফ্রান্স। সংক্রমণের গতি দেখে কয়েক দিন আগেই সরকার ঘোষণা করেছিল খুব শীঘ্রই এক লক্ষ ছাড়াবে দৈনিক সংক্রমণ। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করেই মাত্র দু'দিনের ব্যবধানেই দৈনিক সংক্রমণে রেকর্ড গড়ল ফ্রান্স।
ফ্রান্সের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এক লক্ষ চার হাজার ৬১১ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এই নিয়ে টানা তিন দিন দৈনিক সংক্রমণে রেকর্ড করল ফ্রান্স। ওমিক্রনের প্রভাবে সংক্রমণের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে ফ্রান্স, ব্রিটেন-সহ ইউরোপের দেশগুলিতে। কোভিডের এই নতুন রূপের প্রভাবে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তায় ফরাসি প্রশাসন।
ইতিমধ্যেই সেখানে পূর্ণবয়স্কদের বুস্টার টিকার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। সরকার থেকে 'ভ্যাকসিন পাস'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পাস তাঁদেরই দেওয়া হচ্ছে যাঁদের দু'টি টিকাই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। রেস্তরাঁ, ক্যাফে বা বিদেশ ভ্রমণের জন্য এই পাস থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দু'টি টিকা নেওয়া না থাকলে বহু জায়গাতেই প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
সংক্রমণ ঠেকাতে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর আলাদা আলাদ ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মতো নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ করা শুরু করেছে। যেমন স্যাভয়েতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যান্য শহরও নিজেদের মতো করে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

## ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ ডিসেম্বর।।** বিদ্যাভারতী শিক্ষা সমিতির পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক বনাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করেছেন সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ কলমচৌড়া ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যা মন্দির ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় কতৃপক্ষ। সকাল নয় ঘটিকার সময় হইতে দক্ষিণ কলমচৌড়া ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যাভবন থেকে কচিকাঁচা শিশুদের বর্নাঢ্য সুসজ্জিত বৈচিত্র্যময় পোষাকে শুভযাত্রা র‍্যালী বের হয়।
র‍্যালীটি গলাচিপা স্কুল থেকে বের হয়ে বক্সনগর রাস্তা হয়ে বৈষ্ণব চৌমুহনী ভায়া এগিয়ে চল সংঘের মধ্যে এসে সমাপ্তি ঘটে। ১৯৯৫ সাল হইতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতি নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে গুটি গুটি পায়ে দূর্গম অঞ্চলে, পাহাড়ি জনপদে, সমতলে এমন কি সীমান্ত এলাকা গুলোতেও শিক্ষার জন্য স্কুল রয়েছে।
দীর্ঘ করুনা আবহওয়া কাটিয়ে এই অনুষ্ঠান করেছেন বিদ্যালয় কতৃপক্ষ।তার জন্য গোটা এলাকা বাসী আনন্দ ও উল্লাশে মেতে ওঠেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চিএ তুলে ধরেছে বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা শিশুরা।তা থেকেই আদর্শ শিশু গড়ে ওঠবে।
উক্ত বনাঢ্য শুভ যাএা র‍্যালিতে অংশ গ্রহন করেছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তাপস দেব,প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষিকা তাছাড়া জেলা সভাপতিধিপতি সুপ্রিয়া দাস(দও), বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য্য এবং গ্রাম প্রধান জয়ন্তী সরকার ও উপ প্রধানসহ আরো অনেকে।

# নোবেল জয়ী আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির শোকজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল জয়ী আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মানবিক মর্যাদা এবং সমতার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সর্বদা স্মরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে আরও লিখেছেন, আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের প্রতি তাঁর গুরুত্ব চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং তার সমস্ত ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।
নোবেল জয়ী আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন তিনি টুইট বার্তায় জানান, আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। গান্ধীজির মতাদর্শে বিশ্বাসী, তিনি বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নিয়ে আসেন এবং মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সমুন্নত রাখেন। তাঁর জীবন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বিশ্বজুড়ে তার অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা।
উল্লেখ্য, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু রবিবার মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি বর্ণবাদ বিরোধী প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ২০০৭ সালে ডেসমন্ড টুটুও ভারতে গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

## বিহারে নুডলস তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৬ শ্রমিক, আহত ১২

পটনা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : রবিবার বিহারের মুজফফরপুরের নুডলস তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় থানার পুলিস ও দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলে।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন ওই নুডুলস তৈরির কারখানায় আশঙ্কা বিস্ফোরণ ঘটে বয়লার ফেটে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। ওই কারখানায় নুডলস তৈরি হত। রবিবার সকালে কারখানার বয়লার ফেটে এই বড়সড় বিপত্তি ঘটে। মৃত শ্রমিকদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। জেলাশাসক প্রবীণ কুমার জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১০টায় নুডলস কারখানায় বয়লার ফেটে বিস্ফোরণটি ঘটে। দুর্ঘটনার সময় ওই কারখানায় কতজন ছিলেন তা জানার চেষ্টা চলছে।

# বুস্টার টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের ওমিক্রণ রোধে বুস্টার টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১০ জানুয়ারি থেকে দেশের প্রতিটি সম্মুখসারির যোদ্ধা, করোনা যোদ্ধাদের কোভিডের বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১৫ থেকে ১৮ বয়সীদের মধ্যে টিকাকরণ শুরু হবে। ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি সোমবার থেকে ওই বয়সীদের টিকাকরণ অভিযান হবে।
মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বুস্টার টিকা দেওয়ার যে দাবি উঠেছিল, তা পূরণ করলেন তিনি। পাশাপাশি এবার শিশুদের করোনা ভাইরাসের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করে বিদ্যালয় গুলো পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

# ওমিক্রনের জের, মধ্যপ্রদেশে পঞ্চায়েত ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

ভূপাল, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : দেশে ওমিক্রন সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় এবার ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রদেশে। পঞ্চায়েত ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানান, 'ভোট স্থগিতের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলে পঞ্চায়েত ভোট পিছোবে।'''' সারা দেশের মতো করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট থাবা বসিয়েছে মধ্যপ্রদেশেও। এই আবহে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য সরকার। তাই পঞ্চায়েত ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্ত। তবে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্যপাল, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানান,"নির্বাচন মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোট স্থগিতের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলে পঞ্চায়েত ভোট পিছিয়ে দেওয়া হবে।''''
উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের পঞ্চায়েত নির্বাচন ৬ জানুয়ারি, ২৮ জানুয়ারি এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ - এই তিনটি ধাপে হওয়ার কথা। দেশে ক্রমেই বাড়ছে ওমিক্রন-উদ্বেগ। শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ জন।

# ওমিক্রন ঠেকাতে ১০ দিন নাইট কার্ফু ঘোষণা করা হল কর্নাটকে

বেঙ্গালুরু, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স) : কোভিডের ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্ট ঠেকাতে আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে নাইট কার্ফু জারি হচ্ছে কর্নাটকে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর বলেন, রাত ১০ টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কার্ফু জারি থাকবে। একইসঙ্গে নতুন বছরের উৎসব নিয়েও কড়াকড়ি করছে সরকার। রাজ্যের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে ওমিক্রন নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই। পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, নববর্ষের পার্টিতে জমায়েত নিয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। মন্ত্রীর কথায়, "খোলা জায়গায় পার্টি বা জমায়েত করা চলবে না। হোটেল, রেস্তরাঁ ও পানশালায় মোট আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশ লোক ঢুকতে পারবেন।"
রবিবার সকালে জানা যায়, ভারতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা এখন ৪২২। ওই ভ্যারিয়ান্ট সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রে। কর্নাটকে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ জন। সেরে উঠেছেন ১৫ জন।

# ৩.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের রাজধানী ইমফল, ক্ষয়ক্ষতি নেই

ইমফল, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মণিপুর। রবিবার ভারতীয় সময় ভোররাত ০২টা ৪৩ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে ৩.৫ তীব্রতার ভূকম্পে কেঁপে উঠেছে রাজ্যের রাজধানী ইমফল ও সংলগ্ন এলাকা। তবে ভূমিকম্পের ঘটনায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি যে তথ্য প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী, আজ সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাজধানী ইমফলের পশ্চিম-উত্তর- পশ্চিমে ভূগর্ভের ২৪ কিলোমিটার গভীরে ২৫.০৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৪৮ দ্রাঘিমাংশে।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের অক্টোবর থেকে আজ পর্যন্ত ২১ বার ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য যেমন অসম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম। তবে ভূমিকম্পগুলির তীব্রতা কম থাকায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

# বিশ্বে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেল

জেনেভা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): মাত্র এক মাসের মধ্যে করোনার নতুন এই ভ্যারিয়েন্টের বাড়বৃদ্ধি। বিশ্বে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা -র রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ভারত-সহ বিশ্বের ১০৮টি দেশে ওমিক্রন ছড়িয়েছে।
হু-র দেওয়া তথ্য অনুসারে, বিশ্বে প্রথম ওমিক্রন ধরা পড়ে ২৪ নভেম্বর। তার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বিশ্বের একাধিক দেশে অতি দ্রুততায় ছড়িয়েছে করোনার নতুন এই ভ্যারিয়েন্টের। এ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ওমিক্রনে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। মৃতরা ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইসরায়েলের নাগরিক। সর্বত্র আক্রান্তের মধ্যে মৃদু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। তবে, উদ্বেগের কারণ সংক্রমণ ক্ষমতা। ডেলটার থেকে তিন গুণ বেশি সংক্রামক ওমিক্রন।
ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট জানাচ্ছে, মাত্র ২২ দিনের মধ্যে ভারতের ১৭ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ওমিক্রন। ভারতে প্রথম ওমিক্রন ধরা পড়েছিল ২ ডিসেম্বর। রবিবার সকালের সরকারি বিবৃতি অনুসারে গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্ত ৪২২ জন। ইতিমধ্যে ১৩০ জন সুস্থও হয়ে উঠেছেন।

# নেতাজির জন্মদিনে কলকাতায় যাওয়ার সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নেতাজির জন্ম উৎসবে কলকাতায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।জানা গেছে ওই সময় বঙ্গে আসার জন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য নেতারা।
নেতাজি কমিটি থাকলেও চলমান ট্রেনে নেতাজি মিউজিয়াম করার অনুমতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন নেতাজির প্রপৌত্র চন্দ্র বসু। এছাড়া আগামী এপ্রিল মাসে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে এসেছেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে। তাই বঙ্গ—বিজেপি নেতৃত্ব চায় এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে নেতাজির জন্মদিনে কলকাতায় ঘুরে যান প্রধানমন্ত্রী।
স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালিত হচ্ছে দেশে। এই পরিস্থিতিতে লোহা গরম থাকতে থাকতে তাতে আঘাত হানতে চায় রাজ্য বিজেপির নেতারা। তাই তাঁরা চান নেতাজির জন্মদিনে কলকাতাতেই আসুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলায় বই প্রকাশের দাবি জানান সুকান্ত মজুমদাররা। আর সেটা কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করুন বলেও তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে জানান।
সূত্রের খবর, বাংলায় আসতে পারেন অমিত শাহ। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডারও কলকাতায় আসার কথা রয়েছে। রাজ্যের নেতা—কর্মী—সমর্থকদের মধ্যে উদ্যম বাড়াতে এখানে তাঁদের আসার কথা। আর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারলে সেই কাজ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন বঙ্গ—বিজেপির নেতারা। যদিও প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।-

রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সিপিএম সদর বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।